2010

Kishor-kishorider jonno ortho sikkha [Financial education for adolescents]

Sigma Ainul
Population Council

Marzina Khatun

Najneen Mahbooba

Follow this and additional works at: https://knowledgecommons.popcouncil.org/departments_sbsr-pgy

Part of the [Demography, Population, and Ecology Commons](#), [Family, Life Course, and Society Commons](#), [International Public Health Commons](#), [Maternal and Child Health Commons](#), [Medicine and Health Commons](#), and the [Women's Health Commons](#)

How does access to this work benefit you? Let us know!

Recommended Citation

Ainul, Sigma, Marzina Khatun, and Najneen Mahbooba. 2010. "Kishor-kishorider jonno ortho sikkha [Financial education for adolescents]." Dhaka: Population Council.

This Guide/Toolkit is brought to you for free and open access by the Population Council.

অর্থ শিক্ষা

কিশোর-কিশোরীদের জন্য
অর্থ শিক্ষা

সেপ্টেম্বর-২০১০

এই ম্যানুয়ালটি ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID) এর অর্থায়নে প্রণীত হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদেরকে আর্থিক শিক্ষা প্রদান করা যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ করে উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত হলে অর্থ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে তুলবে।

যোগাযোগ:

পপুলেশন কাউন্সিল

বাড়ি নং: সি ই এস (বি) ২১, সড়ক নং: ১১৮

গুলশান, ঢাকা, বাংলাদেশ

ফোন: ৮৮০- ২- ৮৮২১২২৭, ৮৮২৬৬৫৭

ফ্যাক্স: ৮৮০- ২- ৮৮২৩১২৭

ই-মেইল: info.bangladesh@popcouncil.org

ওয়েবসাইট: www.popcouncil.org

পপুলেশন কাউন্সিল একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস এবং দারিদ্র্য, জেডার বৈষম্য ও যুবদের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। পপুলেশন কাউন্সিলের লক্ষ্য হলো সুবিধা বঞ্চিত ও অনুন্নত এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার গুণগত মান উন্নয়নে সরকারি, বেসরকারী এবং ব্যক্তিগতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার গুণগতমান উন্নয়নে সহায়তা করা। পপুলেশন কাউন্সিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জনগণের কল্যাণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ ও সম্পত্তির মধ্যে সমতা, ন্যায় পরায়নতা ও মানবতা অর্জনে কাজ করে থাকে। পপুলেশন কাউন্সিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারভিত্তিতে কর্মসূচী উন্নয়নকল্পে গবেষণার মাধ্যমে বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বিভিন্ন নীতি ও কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান দিয়ে থাকে।

লেখক স্বত্ব @ ২০১০ পপুলেশন কাউন্সিল

এই ডকুমেন্টটি পপুলেশন কাউন্সিলের অনুমতি ছাড়া যে কোন সময় আংশিক বা পুরোপুরি অনুলিপি তৈরি করা যাবে, সেক্ষেত্রে যথাযথ উদ্ধৃতির উল্লেখ থাকতে হবে তবে সেই অনুলিপি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রস্তাবিত উদ্ধৃতি: পপুলেশন কাউন্সিল, ২০১০, কিশোর-কিশোরীদের জন্য অর্থ শিক্ষা ম্যানুয়াল, ঢাকা, পপুলেশন কাউন্সিল

কিশোর-কিশোরীদের জন্য

অর্থ শিক্ষা

শিক্ষক সহায়িকা

নির্দেশনা	:	ড. ওবায়দুর রব ড. সাজেদা আমিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আফতাব উদ্দিন আহমদ রাশিদা পারভীন
রচনা	:	সিগমা আইনুল নাজনিন মাহবুবা মর্জিনা খাতুন
পর্যালোচনা	:	লায়লা রহমান, পপুলেশন কাউন্সিল মোহাঃ আব্দুল মান্নান, ইউসেপ বাংলাদেশ মোহাঃ হাবিবুর রহমান, ইউসেপ বাংলাদেশ ডাঃ শাহানা নাজনীন, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ
প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন	:	শিমুল সায়ন্তনি
মুদ্রণ	:	বিনিময় প্রিন্টার্স

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	xi
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	xiii
অর্থ শিক্ষার গুরুত্ব ও কোর্স পরিচিতি	১
অর্থনৈতিক মূল্যবোধ	৯
অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধ	১৯
পরিকল্পনার শুরু	২৩
আয়ের উৎস ও খরচের বিভিন্ন খাত.....	৩১
নিজ, পরিবার ও ব্যবসা	৪১
সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও কোথায় সঞ্চয় করা যায়	৪৯
সঞ্চয়ের যাচাই বাছাই	৫৭
সঞ্চয়ের ঝুঁকি ও সমঝোতা কৌশল	৬৭
সঞ্চয়ের পরিকল্পনা	৭৫
ঋণের উৎস	৮১
ঋণের তুলনা	৮৯
সরল সুদের পরিমাণ বের করা	৯৫
সময়মত ঋণ শোধ না করার পরিণতি	১০১
বাজেট	১০৭

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কিশোর-কিশোরী। এদের অনেকেই বিভিন্ন উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে অধিকাংশেরই প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব রয়েছে। অর্থ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ নয় বলে তারা আর্থিক পরিকল্পনা, আয়ের উৎস ও খরচের বিভিন্ন খাত, ব্যবসা, সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও পরিকল্পনা, বাজেট প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয় না। তাই উপার্জনমূলক কাজে প্রবেশের গুরুত্বেই অর্থ শিক্ষা সম্পর্কে জানা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কোন ধরনের সঞ্চয় করতে পারে না। আবার যে অল্প সংখ্যক কিশোর-কিশোরী অর্থ সঞ্চয় করে তাদের একটি বড় অংশই পরিকল্পনা মাফিক সঞ্চয় করতে পারে না। এছাড়া অর্থ আয় ও ব্যয়ের হিসাব লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও তারা ভাবে না। কিশোর-কিশোরীদের বয়সটিই এমন যে এই বয়সটিতে যে অভ্যাস গড়ে ওঠে সেটিই ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে স্থায়ী রূপ লাভ করে। তাই প্রতিটি কিশোর-কিশোরীকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা, দৈনন্দিন জীবনের জন্য বাজেট প্রণয়ন এবং সুষ্ঠু হিসাব রাখার জন্য অর্থ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

কিশোর কিশোরীদের অর্থ শিক্ষা বিষয়ে পপুলেশন কাউন্সিল, ব্র্যাক এবং ইউসেপ বাংলাদেশ যৌথভাবে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID)- এর অর্থায়নে ১৪ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য “Promoting Financial Education through Mentoring Relationships” প্রকল্পটি ২০১০ সালে বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো অর্থ শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের অর্থ ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো। প্রকল্পের কার্যক্রম হিসেবে শহর ও গ্রাম উভয় পর্যায়েই এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঢাকায় মিরপুরের ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুলে এবং টাঙ্গাইলে ব্র্যাকের ১২ টি কিশোরী ক্লাবে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটির সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের জন্য পৃথক দুইটি ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ম্যানুয়াল এ ১৫টি অধ্যায়ে অর্থ শিক্ষা বিষয়ক ৫টি মূল বিষয়- অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ, পরিকল্পনা, সঞ্চয়, ঋণ ও বাজেট-অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অর্থ শিক্ষা বিষয়ক ম্যানুয়ালটি প্রণয়নের জন্য দেশের ও দেশের বাইরের বেশ কিছু পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ব্র্যাকের ‘আবৃত’ ও ‘আফলাতুন’-এর কারিকুলাম, সিএমইএস- এর ‘ব্যবসায়ী হতে হলে’ এবং জবস্- এর ‘আমার ব্যবসা’ কারিকুলাম আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। এছাড়া দেশের বাইরের কারিকুলামগুলোর মধ্যে কেনিয়ার ‘ফিন্যান্সিয়াল এডুকেশন কারিকুলাম ফর কিবেরা’ এবং কম্বোডিয়ায় আইএলও- এর ‘ফিন্যান্সিয়াল এডুকেশন কারিকুলাম’ আমাদেরকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

সর্বোপরি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রণীত ‘কিশোর-কিশোরীদের জন্য অর্থ শিক্ষা’ ম্যানুয়ালটি তাদের দৈনন্দিন জীবনে সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID)-এর প্রতি এই প্রকল্পটিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য। এই গবেষণা প্রকল্পটি শুরু করতে উৎসাহ ও নির্দেশনা দেয়ার জন্য মিস বারবারা পেইন এবং জনাব ফজলে রাব্বানীর প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্র্যাক ও ইউসেপ বাংলাদেশ- এর শতাধিক প্রশিক্ষণার্থীদের যাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই অর্থ শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না।

ম্যানুয়ালটি সফলভাবে বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য এবং বাস্তবায়নে নির্দেশনা দেয়ার জন্য ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির উপদেষ্টা কানিজ ফাতেমা, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম, কর্মসূচি প্রধান শহিদুল হাসান এবং ইউসেপ বাংলাদেশ এর প্রোগ্রাম পরিচালক এম. মহিউজ্জামান- এর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ইউসেপ বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যারা শহর পর্যায়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নিবেদিত ছিলেন। এরা হলেন- মোহাঃ আব্দুল মান্নান, মোহাঃ হাবিবুর রহমান, এস. এম. শামীম আহসান ও মোঃ আইয়ুব আলী সরকার।

আমরা ধন্যবাদ জানাই ব্র্যাকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যারা গ্রাম পর্যায়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নিবেদিত ছিলেন। এরা হলেন- খুর্শিদা জাহান, মিতালী দাস, ইসমত আরা, শেফালী খাতুন, খালেদা পারভীন, মোঃ গোলাম মোস্তফা ও বীণা পানি।

পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা ও অবহিতকরণ কর্মশালা পরিচালনা করার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ এর কাছে এবং কর্মশালাটিতে মডারেটর হিসাবে ভূমিকা পালনের জন্য অর্থনীতিবিদ সাঈদ কবির এবং চট্টগ্রাম স্কিলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ মাহবুবুল হক এর কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কর্মশালাটিতে অংশ নেয়ার জন্য আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ডিএফআইডি (DFID), ব্র্যাক, ইউসেপ, ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, সেভ দি চিলড্রেন ইউকে, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, কেয়ার ইন্টার ন্যাশনাল বাংলাদেশ, সিএমইএস, গ্রামীণ শিক্ষা, শক্তি ফাউন্ডেশন, সাজেদা ফাউন্ডেশন, গ্র্যাকশন এইড, মাইডাস, পায়াক্ট বাংলাদেশ, ক্যাম্পে, নারী মৈত্রী, বিকেটিটিসি, এএসডি, মেরী স্টোপস, বিসিক, বিআইবিএম, আইসিএমএবি, টিএমএসএস, অনুকূল ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহসানিয়া মিশন, আরটিএম ইন্টার ন্যাশনাল, ইউএসএআইডি এবং ইউল্যাব থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের।

পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দিশারী নির্বাচন ও পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত কর্মশালায় অংশ নেয়ার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ব্র্যাকের কর্মকর্তা শহিদুল হাসান, রাশিদা পারভীন, ওয়াহিদা ইফাত, হরষিত মন্ডল, শামীম ইউসুফ, ফারজানা কাশফীর কাছে এবং ইউসেপের কর্মকর্তা এম. মহিউজ্জামান, মোহাঃ আব্দুল মান্নান, মোহাঃ হাবিবুর রহমান এবং কে. এম. সালেহীন- এর কাছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করার জন্য পপুলেশন কাউন্সিলের মোঃ মশিউর রহমান, ফারহানা আক্তার, ঈশিতা জাহান, কাজী তামান্না কেয়া, নন্দিনী লোপা এবং রিনাত আক্তারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া বিশেষভাবে সহযোগিতা করার জন্য পপুলেশন কাউন্সিলের দীপক কুমার শীল, মোঃ মামুন-অর রশীদ, মোঃ জয়নাল

আবেদীন এবং মোর্শেদা রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ম্যানুয়ালটি তৈরির সময় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার জন্য পপুলেশন কাউন্সিলের মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান খান, বুশরা জামান এবং নার্গিস সুলতানাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ব্র্যাক এডোলেসেন্ট ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ADP)-এর সিনিয়র মেটেরিয়াল ডেভলপার স্পেশালিস্ট মর্জিনা খাতুন, নাজনিন মাহবুবা, প্রশিক্ষক সুস্মিতা আস্জাদ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউসেপ ও ব্র্যাকের শিক্ষক, দিশারী ও দিশারী সাথীদের। তারা হলেন:- **ব্র্যাকের শিক্ষক:** আনোয়ারা বেগম, হেনা খাতুন, নাসিমা আক্তার, শাহিদা খাতুন, শেফালী জেসমিন, সানজিদা আফরিন লিজা; **দিশারী সাথী:** শারমিন জাহান, শিমুল, সুমি আক্তার, মলিদা আক্তার, মমতাজ পারভীন ও তানজীম ইসলাম উর্মি; **দিশারী:** শারমিন জাহান, মাহমুদা খাতুন, শিমুল, নাজমুন্নাহার, পপি আক্তার, সীমা কর্মকার, বার্ণা কর্মকার, সুবর্ণা, মলিদা আক্তার, কল্পনা আক্তার, পাপিয়া খাতুন, সালমা খাতুন, মমতাজ পারভীন, দুলালী আক্তার, বিনা আক্তার, তানজীম ইসলাম উর্মি, দিলারা ইসলাম, মলি আক্তার; **ইউসেপ-বাংলাদেশের শিক্ষক:** শিরিনা আক্তার, লুবনা রহমান, হোসনা খাতুন, শাহনাজ বেগম, রেখা বেগম, এবং আকলিমা সুলতানা; **দিশারী সাথী:** দিলরুবা আক্তার, জোসনা আক্তার, লুবনা আহমেদ, গুলশান আরা বেগম, রোজিনা আক্তার এবং নাসরিন জান্নাত; এবং **দিশারী:** জেসমিন আক্তার, সীমা আক্তার, সুরাইয়া আক্তার, আসমা আক্তার, শিউলি আক্তার, আয়শা আক্তার, পলি আক্তার, শাফিয়া আক্তার, শারমিন সুলতানা, স্বপ্না আক্তার, সোনিয়া আক্তার, ইতি আক্তার, লিপি আক্তার, সাজিয়া আফরিন, সালমা আক্তার, শিউলি আফরোজ, ফাতেমা আক্তার, স্বর্ণা আক্তার।

পাঠ ০১

অর্থ শিক্ষার গুরুত্ব ও কোর্স পরিচিতি

এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- অর্থ শিক্ষার গুরুত্ব বলতে পারবে
- কত দিনের কোর্স, কী কী বিষয় শিখবে তা বলতে পারবে

১.১: অর্থ শিক্ষার গুরুত্ব

তোমাদের মধ্যে অনেকেই রোজগার কর, আবার কেউ হয়ত ভবিষ্যতে কিছু করবে বলে ভাবছ। কম হোক, বেশি হোক আমাদের সবাইকেই টাকা-পয়সা নাড়াচাড়া করতে হয়। তোমাদের অনেকের হাতে টাকা কম আছে। এজন্য মনে হতে পারে যে এত অল্প টাকার আর কী হিসাব রাখব? কিন্তু না; কম টাকা দেখেই আমাদেরকে আরও বেশি বুদ্ধি করে চলতে হয়। এই অল্প টাকা থেকেই কিভাবে সঞ্চয় করতে হয়, ঋণ শোধ করতে হয়, ব্যাংকে যেতে হয়- এগুলি আমাদের আরও ভালভাবে জানতে হবে। সাধারণত মেয়েরা এগুলি আরও কম জানে। কোথায় টাকা জমা হবে, টাকা কোথায় খরচ হবে এসব সিদ্ধান্ত সাধারণত বাড়ির পুরুষেরা নিয়ে থাকে। মেয়েরা এসব কম বোঝে বলে মনে করা হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ব্যাংক সম্পর্কে ভীতি আছে; ব্যাংকে কিভাবে যেতে হয়, সেখানে কিভাবে কথা বলতে হয়, কী জিজ্ঞাসা করতে হয় ইত্যাদি। এক সময় ভাবা হত টাকা-পয়সা রোজগার করা মেয়েদের কাজ না; কিন্তু এখন অবস্থা বদলেছে। ছেলে মেয়ে সবাই ঘরে বাইরে কাজ করছে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ই এখন নানা রকম উপার্জনমূলক কাজে অংশ নিচ্ছে; একই সাথে যদি তারা কিভাবে টাকার হিসাব রাখতে হয়, কোথায় টাকা জমালে বেশি লাভ হবে, কোন ঋণ ভাল আর কোন ঋণ খারাপ, ব্যাংক কী কী সেবা দেয় এ সম্পর্কে জানে, কোথায় ও কখন টাকা খরচ করা উচিত- এসব ব্যাপারে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাহলে কিশোর-কিশোরীরা আরও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে।

১.২: কোর্স পরিচিতি

যে বিষয়গুলি এখানে আলোচিত হবে সেগুলি হচ্ছে:

- ✓ অর্থ শিক্ষার গুরুত্ব
 - ✓ অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
 - ✓ অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধ
 - ✓ পরিকল্পনার গুরুত্ব
 - ✓ আয়ের বিভিন্ন উৎস এবং খরচের খাত
 - ✓ নিজ, পরিবার ও ব্যবসা
 - ✓ সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও কোথায় সঞ্চয় করা যায়
 - ✓ সঞ্চয়ের যাচাই বাছাই
 - ✓ সঞ্চয়ের ঝুঁকি ও সমঝোতা কৌশল
 - ✓ সঞ্চয়ের পরিকল্পনা
 - ✓ ঋণের উৎস
 - ✓ ঋণের তুলনা
 - ✓ সরল সুদের পরিমাণ বের করা
 - ✓ সময়মত ঋণ শোধ না করার পরিণতি
 - ✓ বাজেট তৈরি
- ❖ প্রতি পাঠে জমা-খরচের হিসাব খাতা খোলা এবং টাকার হিসাব রাখার অভ্যাসও অনুশীলন করা হবে। এছাড়া সঞ্চয় ও ঋণ বিষয়ের পাঠগুলির মধ্য দিয়ে ব্যাংকের সেবা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেয়া হবে।

অর্থ শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থ শিক্ষা কোর্সটি কেন জরুরী তা জানবে এবং এর মাধ্যমে তারা কী কী শিখবে তা বলতে পারবে।

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

শিক্ষার্থীরা টাকা বা অর্থ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ সম্বন্ধে জানবে। যেমন- টাকা এমনি এমনি আসে না, রোজগার করতে হয়। টাকা সীমিত এবং সীমিত টাকার মধ্যে চলতে গেলে গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কাজে টাকা খরচ করা যায় এবং অন্য কাজগুলি বাদ দিতে হয়।

অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধ

শিক্ষার্থীরা এ পাঠে অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধ বিষয়ে সচেতন হবে। ছেলে-মেয়ে বা লিঙ্গ ভেদে কাজের ধরন বাছাই নয় বরং যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ধরন ও পরিমাণ নির্দিষ্ট হবে। ঘরের কাজ মেয়েদের, আর বাইরের কাজ ছেলেদের- এ ধরনের ধারণা ভুল তা জানবে।

পরিকল্পনার গুরুত্ব

শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করার ধারণা জন্মাবে। নিজের জন্য কাজের পরিকল্পনা করতে পারবে এবং জরুরী কিনা এ ভিত্তিতে পরিকল্পনা নতুন করে করতে শিখবে। কাজের মত টাকা পয়সার ক্ষেত্রেও পরিকল্পনা করতে হয় তা জানবে।

আয়ের বিভিন্ন উৎস এবং খরচের খাত

একজন কিশোর বা কিশোরী সাধারণত কোথা থেকে টাকা পায় এবং কী কী খাতে টাকা খরচ হয় তা বলতে পারবে। প্রতিদিনের খরচ, মাসিক খরচ, জানা ও অজানা ভবিষ্যৎ খরচ সম্পর্কে জানবে এবং পার্থক্য করতে পারবে। একটি সাধারণ জমা খরচের হিসাব রাখতে পারবে।

নিজ, পরিবার ও ব্যবসা

নিজ, পরিবার ও ব্যবসা- এই তিনটি খাতে খরচ হয় এটি জানবে। ভিন্ন খাতে চিন্তা করে হিসাব রাখলে কী সুবিধা তা বলতে পারবে। এছাড়া আয়, ব্যয় ও জমার সাধারণ হিসাব রাখতে শিখবে।

সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও কোথায় সঞ্চয় করা যায়

শিক্ষার্থীরা সঞ্চয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে এবং কোথায় কোথায় সঞ্চয় করা যায় তা জানবে।

সঞ্চয়ের যাচাই বাছাই

বিভিন্ন সঞ্চয় পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি জেনে বুঝে নিজের জন্য সুবিধাজনক পদ্ধতি কোনটি তা ঠিক করতে পারবে। সঞ্চয় পদ্ধতি বাছাইয়ের সময় নিরাপত্তা, টাকা বাড়ে কিনা, সহজে টাকা তোলা যায় কিনা এসব সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবে।

সঞ্চয়ের ঝুঁকি ও সমঝোতা কৌশল

সঞ্চয়ের বিভিন্ন ঝুঁকি (যেমন- চুরি হওয়া, কেউ নিয়ে যাওয়া) সম্পর্কে জানবে এবং এগুলি কিভাবে এড়ানো যায় তার কৌশল সম্পর্কে জানবে। জীবনের ধাপে ধাপে ঘরে এবং বাইরে (বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী, বন্ধু, দোকানদার) যাদের সাথে টাকা-পয়সা নিয়ে সমঝোতা করতে হয় তা জানবে এবং সমঝোতার কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করবে।

সঞ্চয়ের পরিকল্পনা

কিভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সঞ্চয় করা যায় তা আলোচিত হবে।

ঋণের উৎস

ঋণ কোথা থেকে নিতে পারবে এ সম্পর্কে জানবে। কোনটি ভাল ঋণ ও কোনটি খারাপ ঋণ তা জানবে।

ঋণের তুলনা

ঋণ নেয়ার আগে কোথা থেকে ঋণ নিলে ভাল হবে তা যাচাই-বাছাই করতে পারবে। কত সুদ দিতে হবে, ফেরত দেওয়ার সময় কত টাকা ফেরত দিতে হবে এগুলি যাচাই-বাছাই করতে পারবে।

সরল সুদের পরিমাণ বের করা

মূল টাকার উপর কত টাকা সুদ দিতে হচ্ছে তা বের করতে পারবে।

সময়মত ঋণ শোধ না করার পরিণতি

সময়মত ধারের টাকা শোধ করতে না পারার কারণগুলি বলতে পারবে। সময়মত ঋণ শোধ না করার পরিণতি বলতে পারবে। সময়মত ধারের টাকা শোধ করার জন্য কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা বলতে পারবে।

বাজেট তৈরি

বাজেট করার জন্য যে মূল বিষয়গুলি (আয়, ব্যয়) দরকার, তা জানবে এবং একটি সরল বাজেট তৈরি করতে পারবে।

এছাড়া উল্লিখিত বিষয়গুলি বিভিন্ন পাঠে নানারকম পদ্ধতিতে শেখার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, সমঝোতা দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধ বাড়বে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি পাঠে সহজ থেকে কঠিন এভাবে ছোট ছোট ধাপে পরিকল্পনা এবং হিসাব রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

পাঠ ০২

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

উদ্দেশ্য : এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

খেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে টাকা-পয়সার ব্যবহার বিষয়ে নিচের মূল্যবোধগুলি বলতে পারবে

- টাকা সীমিত
- টাকা এমনি এমনি আসে না; টাকা পেতে হলে কাজ করতে হয়
- আমরা যা কিছু করতে চাই, সে অনুযায়ী যথেষ্ট টাকা বেশির ভাগ সময় আমাদের হাতে থাকে না; এজন্য গুরুত্ব ও প্রয়োজন বুঝে খরচ করতে হয়
- ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হয়

২.১: অর্থনৈতিক মূল্যবোধ কী?

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জানার আগে মূল্যবোধ কী সেটি জানা দরকার।

মূল্যবোধ

সহজ কথায় মূল্যবোধ হচ্ছে কী করা উচিত, আর কী করা উচিত নয়। যেমন- চুরি করা উচিত নয়, সত্য কথা বলা উচিত- এগুলি সামাজিক মূল্যবোধ।

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

- অর্থনৈতিক মূল্যবোধ নামটা শুনতে কঠিন মনে হলেও একটু ভেঙ্গে দেখলে সহজ মনে হবে। অর্থ মানে হচ্ছে টাকা, আর মূল্যবোধ হচ্ছে কী করা উচিত, আর কী করা উচিত নয়। তাহলে টাকা-পয়সার ব্যবহার বিষয়ে কী করা উচিত, আর কী করা উচিত নয়- এটাই হল অর্থনৈতিক মূল্যবোধ। যেমন- প্রয়োজন বুঝে খরচ করা, সঞ্চয় করা- এসবই অর্থনৈতিক মূল্যবোধ।
- এই পুরো কোর্স জুড়েই তোমরা টাকা-পয়সা নিয়ে কী করা উচিত কী করা উচিত নয় তা শিখবে। তার মানে, পরিকল্পনা, সঞ্চয়, ঋণ, বাজেট প্রতিটি পাঠেই অর্থনৈতিক মূল্যবোধগুলি ধীরে ধীরে আরও জানবে।

চল এখন একটা মজার খেলা খেলি। নিচের চার্টটি দেখ এবং এই চার্ট থেকে কোন কোন জিনিস তোমার পছন্দ এবং তুমি কী কী কিনতে চাও তা নিচের অনুশীলনীতে লিখ।

চার্ট ২.১: জিনিসের তালিকা

অনুশীলনী ২.১: উপরের তালিকাটি থেকে আমি যা যা কিনতে চাই লিখি:

আমি যা যা কিনতে চাই

তুমি যা যা কিনতে চেয়েছো তার তালিকা তৈরি করেছ। তখন তুমি কিন্তু জিনিসগুলো দাম জানতে না। মনে কর যে, তোমার কাছে ৪০০ টাকা আছে, এখন প্রতিটি জিনিসের দামসহ নিচের চার্টটি দেখ।

চার্ট ২.২: দামসহ জিনিসের তালিকা

ক্যাসেট প্লেয়ার ৩৫০/-	বই ৩০/-	জামা ২৫০/-

কলম ৫/-	চকলেট ২/-	আইসক্রিম ৬/-

মুরগী ১৪০/-	আচার ৫/-	চুড়ি ২/-

		চুলের ফিতা ১৫/-

এখন ভেবে দেখ তোমার কাছে ৪০০ টাকা থাকায় তুমি যা যা কেনার জন্য তালিকা তৈরি করেছিলে তা কেনা সম্ভব কিনা। যদি সম্ভব না হয় তাহলে অনুশীলনী ২.২ এ দামসহ নতুন করে তালিকা তৈরি কর। আর যদি ৪০০ টাকায় তোমার তালিকার জিনিসগুলো কেনা সম্ভব হয় তাহলেও নতুন করে তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী ২.২: দামসহ তালিকাটি দেখার পর মাত্র ৪০০ টাকা থাকায় আমি যা যা কিনতে চাই

আমার কাছে আছে ----- টাকা	
আমি কিনে খরচ করব	
জিনিস	দাম (টাকা)
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
মোট খরচ =	----- টাকা
আমার জমা থাকবে = -----টাকা	

*আমার জমা থাকবে= আমার জমা আছে - আমার খরচ

অনুশীলনী কাজগুলো থেকে আমরা যা জানলাম

১. টাকা পেতে হলে কিছু করতে হয়

তোমরা কেউ বাবা-মার কাছ থেকে টাকা পাও, কেউ আবার কারও কোনো কাজ করে দিয়ে টাকা পাও, কেউ নিজে কিছু তৈরি করে বিক্রি কর। অনেক সময় তোমরা ভাল কাজ করলে বা পড়াশোনায় ভাল করলে বাবা-মা বা শিক্ষক উপহার দেন। বাবা-মা কাজ করে বলে টাকা পায়, বাবা-মা তোমাকে টাকা দেয় তুমি লেখাপড়া করে বড় হয়ে কিছু করবে এই আশায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, টাকা এমনি এমনি আসে না। কোনো কিছুর বিনিময়ে আমরা টাকা পাই; সাধারণত কাজের মাধ্যমে।

২. টাকা সীমিত

আমরা দেখলাম যে টাকা সীমিত। আমাদের কাছে ছিল ৪০০ টাকা। এজন্য আমাদের যা যা কিনতে ইচ্ছা করেছিল সব আমরা একসাথে কিনতে পারি নি।

৩. প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা খরচের সিদ্ধান্ত নিতে হয়

আমাদের টাকা সীমিত হওয়ায় কিছু ইচ্ছা এখনকার মত বাদ দিতে হয়েছে এবং গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু ইচ্ছা আমরা এখন পূরণ করতে পেরেছি। অর্থাৎ খরচের জরুরী ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪. ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হয়

এছাড়া আরও একটা জিনিস দেখা যায়, তোমাদের কাছে যদি এই ৪০০ টাকা ছাড়াও আগে থেকেই কিছু টাকা জমানো থাকত তাহলে হয়ত আরও দুই একটা ইচ্ছা বেশি পূরণ করতে পারতে। এজন্য ভবিষ্যতের জন্য টাকা সরিয়ে রাখা উচিত। এটিকে আমরা সঞ্চয় বলি।

৫. টাকা ভাগ করা যায় তিন ভাগে- খরচ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে

দেখ তোমাদের প্রত্যেকের হাতে ৪০০ টাকা করে ছিল এবং সবাইকে একই জিনিসপত্রের চার্ট দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে কেউ খরচ করেছে পুরোটাই (৪০০ টাকা), কেউ খরচ করেছে ৭৫ টাকা, আবার কেউ ২৫ টাকা। কেউ টাকা জমিয়েছে, কেউ জমাওনি। অতএব, দেখা যাচ্ছে সমপরিমাণ টাকা কেউ একভাবে, কেউ অন্যভাবে ব্যবহার করে। খরচ ও জমানো ছাড়াও আমাদের উচিত টাকাকে এমনভাবে কাজে লাগানো যাতে টাকা বাড়ে। এই টাকা বাড়ানোর জন্য টাকাকে বিভিন্ন কাজে লাগানোকে বিনিয়োগ বলে।

চাট ২.৩: টাকা তিন ভাগে ভাগ করা যায়

কিছু হবে খরচ

কিছু যাবে বিনিয়োগে

কিছু করব জমা

মনে রেখ:

- ✓ টাকা পেতে হলে কিছু কাজ করতে হয়
- ✓ টাকা সীমিত হওয়ায় সব চাওয়া এক সাথে পূরণ করা সম্ভব নয়
- ✓ ইচ্ছা ও সামর্থ্যের মিল রাখার জন্য আমাদেরকে গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিছু কাজ এখন করতে পারি এবং কিছু কাজ ভবিষ্যতে করতে হয়
- ✓ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা উচিত
- ✓ টাকা ভাগ হবে তিনভাগে - খরচ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (যা টাকাকে বাড়াবে)
- ✓ টাকা-পয়সার হিসাব রাখা একটি ভাল অভ্যাস এবং নিয়মিত হিসাব রাখা উচিত
- ✓ প্রতিদিন ক্লাস শেষে জমা-খরচের হিসাব মিলানো হবে এবং কার কত জমা হল তা দেখব

২.২: কার কত জমা হল ও হিসাবের খাতা:

সঞ্চয় করা ও টাকা-পয়সার হিসাব রাখা একটি ভাল অভ্যাস। হিসাব করে চললে অনেক কাজ করা সহজ হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে অনেকের সঞ্চয় আছে, অনেকের হয়ত নেই। আজ থেকে আমরা প্রত্যেকে সঞ্চয় করার চেষ্টা করব আর সেটা হিসাব করে লিখে রাখব। তোমাদের মধ্যে কার কাছে কত টাকা জমা আছে এটা সবাই খুব সহজ করে নিচের ছক অনুযায়ী লিখে ফেল। যার এখন কোনো টাকা জমা নেই সে লিখবে “কোনো জমা নেই”।

তারিখ	আমার জমা আছে (টাকা)	কোথায় জমা আছে?	জমানো টাকা দিয়ে কী করব?

আমরা প্রত্যেকে এখন থেকে যত বেশি পারি টাকা জমানোর চেষ্টা করব। কোর্স শেষ হতে হতে দেখি আমরা কত টাকা জমাতে পারি।

পাঠ ০৩

অর্থনৈতিক দায়িত্ববোধ

উদ্দেশ্য : এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- সবারই অর্থনৈতিক দায়িত্ব আছে-এটা বলতে পারবে
- ছেলে-মেয়ে উভয়ই ঘরের ও বাইরের কাজ করতে পারে-এটা বলতে পারবে।

গল্প ৩.১ : ছেলে-মেয়ের কাজে নেই ভেদাভেদ

দিপু ও সেতু দুই বন্ধু। একদিন বিকালে দিপু সেতুর বাসায় গেল গল্প করতে। সেতুকে খুবই অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। কয়েকদিন ধরেই দিপু দেখছে সেতুর মাথার মধ্যে কিছু ঘুরছে। দিপু সেতুকে জিজ্ঞেস করল,

দিপু : কিরে সেতু, তোর কী হয়েছে? কয়েকদিন ধরে দেখছি কেমন যেন অন্যমনস্ক। কী ভাবিস এত?

সেতু : হ্যাঁ রে, আমি ভাবছি কিছু একটা করব। কিন্তু কী করব, কিভাবে করব, বুঝতে পারছি না।

দিপু : বুঝলাম না। কিছু করবি মানে, কী করতে চাস, খুলে বল।

সেতু : দেখিস না, বাবা সব সময় কত চিন্তায় থাকে। যদি আমাদের আর একটু বেশি টাকা-পয়সা থাকত, বাবা একা কাজ না করে যদি আমরাও কিছু করতে পারতাম তাহলে আমাদের পরিবার আরও একটু স্বচ্ছল হত।

দিপু : ছেলেরাই তো টাকা রোজগার করে। আর তুই এসব ভেবে ভেবে মন খারাপ করছিস কেন? কয়েকদিন পর তোর পড়ালেখা শেষ হলে তোর বাবা-মা তোকে বিয়ে দিয়ে দিবে।

সেতু : বিয়ের সাথে টাকা রোজগারের সম্পর্ক কী? এটা আমি মানতে পারলাম না। আমি যদি টাকা রোজগারের জন্য কিছু করি এটা তো খারাপ কিছু না। পড়ালেখা করেছি, একটা চাকরি বা ছোট-খাট ব্যবসা হলেও তো শুরু করা যায়, তাই না?

দিপু : হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। আমাদের সীমা আপা কী সুন্দর করে কথা বলে, কী সুন্দর জামা সেলাই করে। সবাই সীমা আপাকে অনেক সম্মানও করে।

সেতু : মেয়েরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলে তা অবশ্যই সম্মানের। গ্রামের সব মেয়েরা কেমন মানে সীমা আপার কথা! সবাই সুখে-দুঃখে তার কাছে পরামর্শের জন্য যায়। আমিও ওরকম হতে চাই।

দিপু : চল, সীমা আপার কাছে যাই।

সেতু : চল ।

সীমা আপা : কী ব্যাপার! কেমন আছ তোমরা?

সেতু : ভাল আছি আপা । আপনি কেমন আছেন?

দিপু : আমরা আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি ।

সেতু : আপা, আমি নিজে কিছু করতে চাই । টাকা রোজগার করতে চাই ।

সীমা আপা : খুব ভাল কথা । যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ছেলে ও মেয়ে সবারই কাজ করা এবং উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত । তাহলে কেউ কারও বোঝা হয় না । আর শুধু টাকা রোজগার না, পরিবারের অন্যান্য দায়িত্বও সবার, শুধু ছেলের বা মেয়ের একার নয় ।

দিপু : তাই বলে, ছেলেরা তো আর ঘরের দেখাশুনা করবে না ।

সীমা আপা : কেন নয়, যখন আমার সেলাইয়ের কাজ বেশি পড়ে, তাড়াতাড়ি কাস্টমারকে দেয়ার তাগাদা থাকে তখন মিলন (সীমা আপার স্বামী) অনেক কাজে সাহায্য করে ।

সেতু : মিলন ভাই তো অনেক ভাল মানুষ । সবাই তো এমন না ।

সীমা আপা : বুঝিয়ে বলতে হয় । সংসারটা তো দুইজনেরই । দুইজনই যদি মিলেমিশে টাকা রোজগার করি আর অন্যান্য কাজও একসাথে করি, তাহলে সংসারটা সুন্দর হয় ।

পাঠ ০৪

পরিকল্পনার শুরু

উদ্দেশ্য : এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- পরিকল্পনা কী তা বলতে পারবে।
- পরিকল্পনা করে কাজ করতে গেলে কী কী বিষয় ঠিক করতে হয় তা বলতে পারবে।
- নিজের জন্য আগামীকালের কাজের পরিকল্পনা করতে পারবে এবং জরুরী কিনা এ ভিত্তিতে পরিকল্পনা নতুন করে করতে পারবে
- কাজের মত টাকা পয়সার ক্ষেত্রেও পরিকল্পনা করতে পারবে
- নিজের জন্য আগামী এক সপ্তাহের পরিকল্পনা করতে পারবে

তুমি আগামীকাল কী কী কাজ করবে তা একটি কাগজে লিখে ফেল।

নমুনা চিরকুট : আগামীকাল কী কী কাজ করব

আগামীকাল কী কী কাজ করব

তুমি আগামী কাল যে কাজগুলো করবে বলে লিখেছ তার সবগুলিই কি জরুরী? কোনটা বেশি জরুরী, কাল করতেই হবে, কোনটা কম জরুরী বা পরে করলেও হবে সে অনুযায়ী এবার চিরকুটে লেখা প্রত্যেকটা কাজ ভালভাবে দেখ, আর মনে মনে ভাব কোন কাজটা বেশি জরুরী আর কোনটা কম জরুরী। যেটা বেশি জরুরী সেটা ১ নম্বরে, যেটা একটু কম জরুরী সেটা দুই নম্বরে- এভাবে আগামীকালের কাজগুলি অনুশীলনী ৪.১ এ গুরুত্ব অনুযায়ী সাজিয়ে লিখ।

অনুশীলনী ৪.১ : গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ

আগামীকাল কী কী কাজ করব (গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো)	
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

এই যে আমরা কালকে কী করব আগে থেকে ঠিক করে রাখলাম এবং কোনটা বেশি জরুরী আর কোনটা কম জরুরী, সে অনুযায়ী আগে জরুরী কাজটা করব এভাবে সাজালাম- এটাই হল পরিকল্পনা। এভাবে সময় ও গুরুত্ব অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজাতে হয়।

যেভাবে একদিনের জন্য পরিকল্পনা করা যায়, একইভাবে আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিকল্পনা করা যায়। অনুশীলনীতে ৪.২ এর কাজকে গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানোর পাশাপাশি কাজটি টাকা পয়সার সাথে জড়িত কিনা যেমন- টাকা পয়সার সাথে জড়িত হল- ডিম বিক্রি, কোন কিছু কেনা; আর টাকা পয়সার সাথে জড়িত নয় যেমন- স্কুলে যাওয়া (যদি যাতায়াত খরচ না লাগে), খেলতে যাওয়া। এভাবে চিন্তা করে অনুশীলনী ৪.২ এ ১ম ও ২য় দিনের কাজের পরিকল্পনা লিখ।

ডিম বিক্রি করা

দোকান থেকে কিছু কেনা

পড়ালোনা করা

খেলাধুলা করা

আর্থিক কাজ

আর্থিক নয় এমন কাজ

অনুশীলনী ৪.২: আগামী এক সপ্তাহের কাজের পরিকল্পনা

আগামী এক সপ্তাহে কী কী কাজ করব			
দিন	গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ	আর্থিক	আর্থিক নয় (অন্য কাজ)
১ম দিন			
১.			
২.			
৩.			
২য় দিন			
১.			
২.			
৩.			

একইভাবে আগামী এক সপ্তাহে কী কী কাজ করব ৩য় দিন থেকে ৭ম দিন পর্যন্ত বাড়িতে লিখবে।

আগামী এক সপ্তাহে কী কী কাজ করব			
তারিখ	গুরুত্ব অনুযায়ী কাজ	আর্থিক	আর্থিক নয় (অন্য কাজ)
৩য় দিন	১.		
	২.		
	৩.		
৪র্থ দিন	১.		
	২.		
	৩.		
৫ম দিন	১.		
	২.		
	৩.		
৬ষ্ঠ দিন	১.		
	২.		
	৩.		
৭ম দিন	১.		
	২.		
	৩.		

যেভাবে কাজের পরিকল্পনা করা যায়, একই ভাবে টাকা কিভাবে খরচ করব তারও পরিকল্পনা করা যায়।

গল্প ৪.১: মিশুর বই কেনা

মিশু প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় বাবা ওকে টিফিন খাওয়ার জন্য ৫ টাকা করে দেয়। মিশুর স্কুল সপ্তাহে ৬ দিন খোলা। টিফিনের পয়সা দিয়ে সে কোনোদিন আইসক্রিম খায়, কোনোদিন আচার বা চানাচুর খায়। তবে আইসক্রিমই মিশুর বেশি পছন্দ। গল্পের বই পড়া মিশুর শখ। গতদিন সে স্কুলে যাওয়ার পথে দোকানে একটা নতুন বই দেখেছে যার দাম ১৫ টাকা। মিশু ভাবছে সে কিভাবে বইটা কিনবে। এই লেখকের বই মিশুর খুব পছন্দ। সে ভাবল, ৩ দিন যদি সে ২ টাকার আচার খায় তাহলে ৫ টাকা থেকে $(৫-২) = ৩$ টাকা বেঁচে যায়। এভাবে ৩ দিনে জমবে $৩ \times ৩ = ৯$ টাকা। আর বাকি ৩ দিন যদি সে ১ টাকার চানাচুর খায় তাহলে বেঁচে যায় $(৫-১) = ৪$ টাকা। এভাবে ৩ দিনে সে জমাতে পারবে $৩ \times ৪ = ১২$ টাকা। এক সপ্তাহ পর মিশুর $৯+১২ = ২১$ টাকা জমবে। আর বইয়ের দাম ১৫ টাকা বলে বই কেনার পরও সপ্তাহ শেষে ওর কাছে ৬ টাকা থেকে যাবে। তাহলে শুক্রবার সে একটু আয়েস করে আইসক্রিম খেতে পারবে এবং পছন্দের বইটাও কিনতে পারবে।

দেখ, মিশু তার পরিকল্পনা কী সুন্দর করে একটা ছকে লিখে ফেলেছে।

মিশুর পরিকল্পনা

দিন	আয় হবে		খরচ করব		জমা হবে
	কোথা থেকে	কত টাকা	কোথায়	কত টাকা	
শনি	টিফিন	৫	আচার	২	৩
রবি	টিফিন	৫	চানাচুর	১	৪
সোম	টিফিন	৫	আচার	২	৩
মঙ্গল	টিফিন	৫	আচার	২	৩
বুধ	টিফিন	৫	চানাচুর	১	৪
বৃহঃ	টিফিন	৫	চানাচুর	১	৪
সপ্তাহ শেষে মোট		৩০		৯	২১ টাকা
শুক্র	---- টাকা	= ০	বই আইসক্রিম	১৫ ৬	০ টাকা

মনে রেখ :

- ✓ যেভাবে অল্প দিনের জন্য পরিকল্পনা করা যায়,
একই ভাবে দীর্ঘ দিনের জন্যও পরিকল্পনা করা যায়
- ✓ পরিকল্পনা করে এগুলো কাজ করা সহজ হয়
- ✓ পরিকল্পনা করলে যে কাজ এমনিতে করা সম্ভব নয়
তা করা সম্ভব হয়

পাঠ ০৫

আয়ের উৎস ও খরচের বিভিন্ন খাত

উদ্দেশ্য : এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- আয়ের বিভিন্ন উৎস বলতে পারবে
- সাধারণত কেন টাকার প্রয়োজন হয় সেগুলো বলতে পারবে
- খরচের বিভিন্ন খাত বলতে পারবে (দৈনিক, মাসিক, জ্ঞানা ভবিষ্যৎ খরচ, অজ্ঞানা ভবিষ্যৎ খরচ)
- জমা-খরচের হিসাব রাখতে পারবে

৫.১: কোথায় কোথায় টাকা খরচ হয়?

তোমরা অনেকেই নানা রকম খরচ ও তার কারণগুলি জান। আমরা যদি একটু সাজিয়ে ভাগ ভাগ করে দেখি তাহলে আমাদের খরচগুলি নিম্নরূপ:

কিছু খরচ হচ্ছে নিয়মিত খরচ; যেসব খরচ আমাদের সবসময় করতে হবে। যেমন-খাবার খরচ, যাতায়াত, স্কুলের বেতন। নিয়মিত খরচ হতে পারে প্রতিদিনের, সপ্তাহের অথবা মাসের।

চার্ট ৫.১.১: প্রতিদিনের খরচ

চার্ট ৫.১.২: মাসিক খরচ

এছাড়া আছে অনিয়মিত খরচ; যেসব খরচ সাধারণত হয় না, মাঝে মাঝে আসে। যেমন-বিয়ের খরচ, বড় কোনো অসুখে চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি। এই অনিয়মিত খরচগুলির মধ্যে কিছু আগে থেকে জানা; যেমন-ব্যবসার জন্য যে টাকা লাগবে, ভবিষ্যতে পড়াশোনার জন্য যে টাকা দরকার। আর কিছু অজানা খরচ; এগুলো হঠাৎ করে আসে, যেমন- হঠাৎ অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা খরচ, চুরি হওয়ার পর প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার খরচ ইত্যাদি।

চার্ট ৫.১.৩: জানা ভবিষ্যৎ খরচ

যা এখনই খরচ করতে হবে না;

কিন্তু আমরা জানি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে

এবং হয়ত এটাও জানি কোন সময়টায় প্রয়োজন।

যেমন- নিজের পড়াশোনা, বিয়ে,

ভাই-বোনের পড়াশোনা, বিয়ে,

ব্যবসা, পরিবারে কারও জন্ম, সম্পদ কেনা।

নিজের ব্যবসা

নিজের বিয়ে

নিজের পড়াশোনা

চার্ট ৫.১.৪: অজানা ভবিষ্যৎ খরচ

যে খরচগুলি ভবিষ্যতে যেকোন সময় আসতে পারে।

যেমন- হঠাৎ অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা খরচ,

মৃত্যুর পর দাফনের খরচ, বন্যার ক্ষতির পর ঘরবাড়ি মেরামত

খরচ, খরার জন্য ফসলের ক্ষতি হলে বীজ ও খাবারের খরচ,

চুরি হওয়ার পর প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার খরচ ইত্যাদি।

চিকিৎসা

চুরি

৫.২: আয়ের বিভিন্ন উৎস

তোমরা তো তোমাদের খরচের কথা বলেছো। এই খরচের জন্য কিভাবে টাকা পাও?

এই যে বিভিন্ন আয়ের উৎসগুলি আমরা বোর্ডে দেখছি এর মধ্যে কোনোটা নিয়মিত আয়, কোনোটা অনিয়মিত (কখনও পাই, কখনো পাই না), আবার কোনোটা এককালীন আয় (যেমন- একসাথে বেশ কিছু টাকা পেয়ে গেলাম)।

চার্ট ৫.২.১: নিয়মিত আয়

চার্ট ৫.২.২: অনিয়মিত আয়

চাট ৫.২.৩: এককালীন আয়

এককালীন আয়

যে টাকা শুধু একবার পাই। যেমন-
যখন কোনো জমি বিক্রি করি বা গহনা
বিক্রি করি। অনেক সময় উপহার বা
গিফট পাই; এগুলি এককালীন আয়।

গহনা বিক্রি

জমি বিক্রি

কিশোর-কিশোরীরা যে টাকা পায় তা সাধারণত অনিয়মিত এবং কখনও পায়, কখনও পায় না। আবার, কখনও কম টাকা পায়, কখনও বেশি টাকা পায় কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা নির্দিষ্ট কোনো কাজ করে না বা চাকরী করে না যে মাস গেলে একটা নির্দিষ্ট টাকা হাতে আসবে। এজন্যই গুরুত্ব বুঝে ও ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে টাকা খরচ করা কিশোর-কিশোরীদের বেশি জরুরী। কিশোর-কিশোরীরা যখন একবারে বেশ কিছু টাকা পায় বা অনিয়মিতভাবে যখনই যে টাকা পায় তখন তাদের খুব সুন্দর করে বুদ্ধি করে চলতে হবে যেন নিজের দরকারী খরচগুলি মেটাতে পারে, ঋণ থাকলে তা শোধ করতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য জমাতে পারে।

মনে রেখ:

- ✓ খরচের বিভিন্ন খাত
 - নিয়মিত খরচ (প্রতিদিনের খরচ, সাপ্তাহিক খরচ, মাসিক খরচ)
 - অনিয়মিত খরচ (জানা ভবিষ্যৎ খরচ, অজানা ভবিষ্যৎ খরচ)
- ✓ আয়ের বিভিন্ন উৎস
 - নিয়মিত আয়
 - অনিয়মিত আয়
 - এককালীন আয়

পাঠ ০৬

নিজ, পরিবার ও ব্যবসা

উদ্দেশ্য : এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- নিজ, পরিবার ও ব্যবসা এই তিনটি ভিন্ন খাতে চিন্তা করে কিভাবে হিসাব রাখতে হয় তা বলতে পারবে
- নিজের মালিকানা সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে
- আয়, ব্যয় ও জমার সাধারণ হিসাব রাখতে পারবে

৬.১ নিজ, পরিবার ও ব্যবসা

তোমরা দেখেছো কী কী কারণে টাকা দরকার হয়। এর মধ্যে কিছু খরচ নিজের জন্য আর কিছু খরচ পরিবারের জন্য। এছাড়া কিছু খরচ রয়েছে ব্যবসার জন্য। এজন্য তোমাদের খরচগুলিকে তিনভাগে দেখা উচিত এবং সে অনুযায়ী হিসাব করা দরকার। কারণ ব্যবসার আয় ব্যক্তিগত কাজে ও অপ্রয়োজনে খরচ করে ফেললে ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে। একইভাবে পরিবারের টাকা নিজের বিনোদনের জন্য অযথা খরচ করলে পরিবারের সমস্যা হতে পারে। আবার, পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য অপ্রয়োজনে তোমাদের কষ্ট করে জমানো টাকা খরচ করলে নিজের পড়াশোনা বা চাকরী বা ব্যবসার জন্য পরে দরকারের সময় টাকা পাওয়া যাবে না এবং বিপদে পড়তে হতে পারে।

গল্প ৬.১: মন্টির খরচ

মন্টি একটা ইলেকট্রিক্যাল দোকানে ১ বছর ধরে কাজ করে। এখন সে অনেক কিছু শিখে গেছে। বিভিন্ন পার্টস সংযোজন করে কিভাবে একটা ফ্যান বানাতে হয় সে জানে। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে সে নিজের বাড়িতে ফ্যান তৈরি করে এবং এলাকার বাজারে ও আশেপাশের বাড়িতেও বিক্রি করে। পার্টস কেনার জন্য তার কিছু খরচ হয়। এজন্য সে ঋণ নেয় এবং ফ্যান সাপ্লাই হওয়ার পর সে ঋণ শোধ করে। এভাবে মন্টি দিনে দিনে উন্নতি করতে লাগল। মন্টি যে জিনিসটার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেয় সেটা হচ্ছে এক জায়গার টাকা অন্য জায়গায় মেশায় না। মন্টি খাত অনুযায়ী হিসাব রাখে। মন্টির খরচের খাতাটা এরকম:

<u>নিজের খরচ</u>	<u>পরিবারের খরচ</u>	<u>ব্যবসা</u>
ফেয়ার এন্ড লাভলী	ভাই-বোনের স্কুলের খরচ	ঋণ পরিশোধ
যাতায়াত	খাবার খরচ	ফ্যান তৈরির পার্টস কেনা

নিজের খরচ এভাবে তিনভাগে ভাগ করে হিসাবের অভ্যাস করা ভাল।

৬.২: হিসাব রাখতে শিখি

কত টাকা আসল, কত টাকা খরচ হল আর কত টাকা থাকল তুমি কিভাবে এর হিসাব রাখ?

হিসাব রাখার সুবিধা

- ✓ জানতে পারব কত টাকা আসল আর কত টাকা খরচ হয়ে গেল
- ✓ কোথায় কোথায় খরচ করলাম দেখতে পারব
- ✓ যাচাই করতে পারব খরচটা কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল
- ✓ প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে
- ✓ টাকা হারিয়ে গেল কিনা বা চুরি হল কিনা মিলিয়ে দেখতে পারব

অনেকের কাছে হিসাব রাখা কঠিন মনে হয়, অনেকে ভাবে হিসাব রাখতে হলে অনেক অংক জানতে হয়। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা একটুও জটিল নয়। নিচের গল্পটি পড়ে দেখ, নাহিদ কত সহজ আর সুন্দর করে তার প্রতিদিনের হিসাব লিখে রাখে।

গল্প ৬.২: নাহিদের জমা-খরচ

নাহিদ প্রতিরাতে বাসায় ফিরে ৫ মিনিটের জন্য হিসাবের খাতাটা খোলে। প্রতিদিন কী খরচ করল, কোথা থেকে টাকা পেল, দিন শেষে কত টাকা জমা থাকল এগুলি সে তার হিসাব খাতায় লিখে রাখে। সোমবার সে স্কুলে যাওয়ার সময় বাবার কাছ থেকে ৫ টাকা পেল। সেদিন সে স্কুলে কিছু খেল না। বিকালে বাড়ি ফিরে খেলতে গিয়ে ২ টাকা দিয়ে এক প্যাকেট আচার কিনল। সে আর তার ছোট বোন আচার খেতে খেতে বাড়ি ফিরল।

দিনের জমা খরচ লিখার সাথে সাথে নাহিদ আর একটা কাজ করে, তা হল পরের দিন কত টাকা নিয়ে দিন শুরু হবে সেটা পরের দিন ব্যালেন্স বা “হাতে আছে” হিসেবে লিখে রাখে। সোমবার রাতে নাহিদের জমা-খরচের খাতাটা ছিল এরকম:

নাহিদের জমা-খরচ					
দিন	টাকা পেলাম		টাকা খরচ করলাম		টাকা জমা আছে
সোমবার	টিফিন	৫ টাকা	আচার	২ টাকা	$৫-২= ৩$
মঙ্গলবার	হাতে আছে	৩ টাকা			

সোমবার রাতে নাহিদ যে টাকাটা জমা করল, মঙ্গলবার সকালে নাহিদের হাতে সেই টাকাটাই থাকবে। পরদিন (মঙ্গলবার) স্কুল ছুটি থাকায় সে টিফিনের কোনো পয়সা পেল না। সেদিন নাহিদ কোনো খরচও করল না।

মঙ্গলবার রাতে নাহিদের জমা-খরচের খাতাটা ছিল এরকম:

নাহিদের জমা-খরচ					
দিন	টাকা পেলাম		টাকা খরচ করলাম		টাকা জমা আছে
সোমবার	টিফিন	৫ টাকা	আচার	২ টাকা	৫-২=৩
মঙ্গলবার	হাতে আছে	৩	-	-	৩
বুধবার	হাতে আছে	৩			

বুধবার নাহিদের মুরগীটা তিনটি ডিম পাড়ল। একটা বাড়িতে রেখে দুইটা ডিম সে বিক্রি করল প্রতিটি ৩ টাকায় (৩ X ২ = ৬ টাকা)। এভাবে ডিম বিক্রি করে নাহিদ ৬ টাকা পেল। এছাড়া সে টিফিনের জন্য আরো ৫ টাকা পেল।

বুধবার রাতে নাহিদের জমা-খরচের খাতাটা দেখতে ছিল এরকম:

নাহিদের জমা-খরচ					
দিন	টাকা পেলাম		টাকা খরচ করলাম		টাকা জমা আছে
সোমবার	টিফিন	৫ টাকা	আচার	২ টাকা	৫-২=৩
মঙ্গলবার	হাতে আছে	৩	-	-	৩
বুধবার	হাতে আছে +	৩ +	-	-	১৪
	টিফিন+	৫+			
	ডিম বিক্রি	৬			
	মোট	১৪			১৪
বৃহঃ	হাতে আছে	১৪			

বৃহস্পতিবার নাহিদের দিন শুরু হল ১৪ টাকা দিয়ে। সেদিন ওর বাবার কাছে টাকা ভাংতি না থাকায় টিফিনের জন্য ৫ টাকার বদলে নাহিদ ৪ টাকা পেল। গত সপ্তাহে নাহিদ ওর বন্ধুর কাছ থেকে ১০ টাকা ধার করেছিল। সে বন্ধুর ধার শোধ করল আর বাড়ি ফেরার সময় ২ টাকার ঝাল মুড়ি কিনল।

বৃহস্পতিবার রাতে নাহিদের জমা-খরচের খাতাটা দেখতে ছিল এরকম:

নাহিদের জমা-খরচ					
দিন	টাকা পেলাম		খরচ হল		আমার আছে (জমা)
সোমবার	টিফিন	৫ টাকা	আচার	২ টাকা	৩
মঙ্গলবার	হাতে আছে	৩	--	--	৩
বুধবার	হাতে আছে + টিফিন + ডিম বিক্রি	৩+ ৫+ ৬ +	--	--	১৪
	মোট	১৪	০		১৪
বৃহঃ	হাতে আছে + টিফিন +	১৪+ ৪+	ধার শোধ+ ঝাল-মুড়ি	১০+ ২	১৮ -১২
	মোট	১৮	মোট	১২	৬
শুক্র	হাতে আছে	৬			

কম থাকুক বেশি থাকুক টাকা-পয়সার হিসাব রাখা একটি ভাল অভ্যাস এবং আজ থেকে তোমরা সবাই জমা-খরচের হিসাব লিখে রাখার অভ্যাস করবে।

অনুশীলনী ৬.১ “আমার প্রতিদিনের জমা-খরচ” এর নমুনা দেখে তোমার জমা-খরচ লিখবে। কোনোদিন যদি আয় এবং খরচ কিছুই না হয়ে থাকে তাহলেও সেদিনের তারিখ দিয়ে ড্যাস (--) দিয়ে যেতে হবে।

অনুশীলনী ৬.১: প্রতিদিনের জমা-খরচ

আমার প্রতিদিনের জমা-খরচ					
তারিখ	টাকা পেলাম		খরচ হল		আমার আছে (জমা)
	উৎস	টাকার পরিমাণ	কারণ	টাকার পরিমাণ	

প্রতিটি খরচের কারণ লেখার সময় কার জন্য খরচ- নিজ, পরিবার বা ব্যবসা- এটা পাশে ব্র্যাকেটে () লিখতে হবে।

মনে রেখ :

- ✓ নিজ, পরিবার ও ব্যবসার হিসাব আলাদা রাখতে হবে
- ✓ প্রতিদিনের হিসাব লিখে রাখা এবং ক্লাস শেষে এই হিসাব মিলিয়ে দেখতে হবে

পাঠ ০৭

সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও কোথায় সঞ্চয় করা যায়

উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা

- সঞ্চয় কী বলতে পারবে
- সঞ্চয়ের গুরুত্ব বলতে পারবে
- সঞ্চয় কোথায় কোথায় করা যায় তা বলতে পারবে।

৭.১ : সঞ্চয়ের গুরুত্ব

গল্প ৭.১: মনি ও তার সঞ্চয় দল

মনি ক্লাস সিন্ধে ব্র্যাক স্কুলে পড়ে। মনি ও তার ২ বন্ধু (অপু, বকুল) মিলে একসাথে স্কুলে আসে যায়। ওদের বাড়িও খুব কাছাকাছি। সেদিন বিকালে ওরা ৩ বন্ধু মাঠে বসে গল্প করছিল।

অপু: জানিস, কালকে মিশু (অপুর খালাতো বোন) বেড়াতে এসেছিল। ও খুব মজার একটি ঘটনা বলল। মিশুরা ৩ বন্ধু মিলে দুই বছর আগে টাকা জমানোর একটি দল করেছিল। যে যখন পারত ১/২ টাকা করে জমা দিত। ওদের দলের কথা কেউ জানত না; স্কুলেও না, বাসায়ও না। ওরা ঠিক করেছিল যত যাই হোক এই দল ওরা ভাঙ্গবে না, টাকাও ভাঙ্গবে না। দেখা যাক, দুই বছর পর কার কত টাকা হয়। এমন করে জামাতে জমাতে গত সপ্তাহে ওরা টাকা ভাঙ্গল। মিশু কী যে খুশি হয়েছে ওর নাকি ৩,২৫০ টাকা জমেছে। এখন সে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে।

মনি : বাহ্ খুবই দারুন! আমরাও এমন করতে পারি। কি বলিস!

অপু : হ্যাঁ চল, আমরাও করি। অপু, তুই হিসাব রাখবি কে কত টাকা দিচ্ছে। আর বকুল, তুই আমাদের সবার টাকা জমা রাখবি।

বকুল : কোথায় রাখব?

মনি : এটা তুই বুঝবি। আমরা সেটা দেখতে যাব না। দুই বছর পর আমরা ভেঙ্গে দেখব কার কত জমল!

তোমার কি এরকম করে টাকা জমানোর কোনো মটনা আছে বা কারও কাছে শুনেছ? অথবা দলে না হলেও নিজে একা একা টাকা জমাও বা তোমাদের বাড়িতে কেউ এরকম করে টাকা জমায়?

যদি প্রতি সপ্তাহে তুমি ১০ টাকা করে জমাও, এক বছর পর তোমার কত টাকা হবে?

দেখলে মাত্র ১০ টাকা করেও যদি আমরা এক সপ্তাহে জমাতে পারি ১ বছর পরে $৫২ \times ১০ = ৫২০$ টাকা হয় [এক বছরে ৫২ সপ্তাহ]। দুই বছরে হয় ১০৪০ টাকা। যদি প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকার পরিবর্তে ২০ টাকা করে জমাও তাহলে এক বছরেই জমাবে ১০৪০ টাকা। ১০টাকা বেশি মনে হলে $৭/৮$ টাকা করে বা যত পার জমাও।

আচ্ছা, সঞ্চয় করলে লাভ কি?

অনেক সময় যে পরিমাণ টাকা আমাদের দরকার সে পরিমাণ টাকা হাতে থাকে না। আবার কখনও কখনও হঠাৎ কোনো ঘটনায় এক সাথে বেশ কিছু টাকার দরকার হয়ে পড়ে, যেমন- পরিবারে কারও চিকিৎসায়, বিয়েতে, স্বর মেয়ামতে, ব্যবসায় শুরুতে বা ব্যবসা বাড়াতে ইত্যাদি। তখন আমরা কী করি?

হঠাৎ টাকার প্রয়োজনে আমরা সাধারণত যা করে থাকি:

- ঋণ বা টাকা ধার করি
- না খেয়ে থাকি
- বুকিপূর্ণ কাজ করি (যেমন: চুরি)
- কিছু বিক্রি করে দেই (জমি, গরু-ছাগল, পহনা ইত্যাদি)

এছাড়া আর একটা পথ আছে, সেটা হল- সঞ্চয় বা জমা। যদি আমরা সব সময় কিছু টাকা জমা করে রাখি ভবিষ্যতের জন্য, তাহলে আমাদের এত দুশ্চিন্তা থাকে না। সঞ্চয় হচ্ছে বিপদের দিনে মাথার উপর সুরক্ষা ছাউনি।

চাট ৭.১ : সঞ্চয় দেবে সুরক্ষা

সঞ্চয় যে শুধু বিভিন্ন বিপদে-আপদে রক্ষা করে তাই-ই নয়; বরং নতুন নতুন সম্ভাবনার পথও খুলে দেয়। তোমাদের অনেকের অনেক রকম স্বপ্ন আছে, কেউ শিক্ষক হতে চাও, কেউ ব্যবসা করতে চাও, কেউ আরও পড়ালেখা করতে চাও- স্বপ্ন পূরণে সঞ্চয় সাহায্য করে।

চার্ট ৭.১ সঞ্চয় দেবে সম্ভাবনা

ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরণ করার জন্য টাকা দরকার এজন্য সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করে টাকা জমাতে হবে। সাথে সাথে কিছু টাকা আমাদের জমা করা উচিত হঠাৎ বিপদে খরচ করার জন্য (অজানা ভবিষ্যৎ; হঠাৎ বাড়িতে চুরি হল, বন্যা/খরায় ফসল নষ্ট হল, বাড়িতে কেউ অসুস্থ হল ইত্যাদি)।

চার্ট ৭.৩: সঞ্চয় দেবে সুরক্ষা ও সম্ভাবনা

৭.২ : কোথায় কোথায় টাকা জমানো যায়?

তোমার এলাকার মানুষজন কোথায় টাকা জমায়? কেউ বাড়িতে, কেউ সমিতিতে, কেউ এনজিওতে, কেউ ব্যাংকে, কেউবা গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে ইত্যাদি।

আমরা নিচের যেকোনো জায়গায় টাকা রাখতে পারি:

- বাড়িতে
- সমিতিতে
- এনজিওতে
- ব্যাংকে
- সম্পদ কিনে, যেমন- গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে ইত্যাদি।

মনে রেখ:

- ✓ সঞ্চয় নতুন সম্ভাবনার পথ
খুলে দেয়।
- ✓ সঞ্চয় ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরণে সাহায্য
করে।

পাঠ ০৮

সঞ্চয়ের যাচাই বাছাই

উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- টাকা জমানোর বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বলতে পারবে
- সঞ্চয় করার আগে কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা বলতে পারবে
- সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করতে হলে কী কী বিষয় চিন্তা করতে হবে তা বলতে পারবে।

৮.১: কোথায় টাকা রাখলে কী সুবিধা, কী অসুবিধা?

গল্প ৮.১: কোথায় সঞ্চয় করা ভাল

অপু, বকুল ও মনি বিভিন্ন স্থানে সঞ্চয়ের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করছে।

অপু : আমরা যে সঞ্চয় করছি এই টাকা এখন না হয় অল্প; কিন্তু যখন বেশি টাকা হয়ে যাবে তখন কি এটা বাড়িতে রাখা নিরাপদ?

বকুল : বাড়িতে রাখলে ক্ষতি কী? এতদিন তো এভাবেই রাখতাম। আর, আমার মাকেও দেখেছি বাড়িতেই টাকা রাখতে; কখনো চালের হাঁড়িতে, কখনো বিছানার নিচে।

মনি : বাড়িতে টাকা রাখা নিরাপদ না, কারণ যেকোন সময় যে কেউ নিয়ে নিতে পারে।

বকুল : বাড়ির মানুষকে বিশ্বাস করবি না, এটা কেমন কথা!

অপু : শোন, বিশ্বাসের কথা না। হাতের কাছে টাকা থাকলে অনেক অদরকারেও টাকা খরচ হয়ে যায়। আর তাছাড়া চুরিও তো হতে পারে।

বকুল : কিন্তু আমার কাছে বাড়িতে রাখাই ভাল মনে হয়। বিপদে আপদে চট করে পাওয়া যায়। ব্যাংকে টাকা রাখলে হঠাৎ করে তুই তুলতে পারবি না। ব্যাংকে আসা-যাওয়ারও তো একটা ব্যাপার আছে। হঠাৎ দরকারের সময় ব্যাংকে যাওয়া একটা বড় অসুবিধা; সময় নষ্ট হয়।

মনি : কিন্তু ব্যাংকে রাখলে লাভ বেশি আর টাকা নিরাপদ থাকে।

অপু : হ্যাঁ, এটা ঠিকই বলেছিস। আর সবাই তো ব্যাংকে টাকা রাখতে পারে না। কী সব শর্ত-টর্ত থাকে। সময়ের আগে টাকা ভেঙ্গে ফেললে লাভ পাওয়া যায় না।

বকুল : সমিতিতে টাকা রাখা যায়। আসা-যাওয়ার ঝামেলা নাই। আবার টাকাটা নিরাপদ ও থাকল।

অপু : কিন্তু অসুবিধা আছে। কিছু নিয়ম আছে না! প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হয়। আমরা যদি সময়মত জমা দিতে না পারি তাহলে?

বকুল : সব কিছুতেই দেখি সমস্যা! তাহলে কোথায় টাকা রাখলে ভাল?

সব ধরনের সঞ্চয়েরই সুবিধা অসুবিধা আছে। নিজেদের উদ্দেশ্য আর প্রয়োজনমত যাচাই বাছাই করে ঠিক করে নিতে হয় কোথায় টাকা রাখলে ভাল হবে। যেমন ধর, যদি টাকা নিরাপদ রাখাটাই আসল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বাড়িতে না রাখাই ভাল, তখন ব্যাংকে বা সমিতি ভাল, আবার যদি হাতের কাছে টাকা রাখতে চাও যেন যে কোনো সময় বিপদ আপদে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে বাড়িতে কিছু টাকা রাখা উচিত। অন্যদিকে সমিতি করলে নিজের মধ্যে জমা দেয়ার তাগিদ থাকে এতে করে সঞ্চয় হয় যা বাড়িতে রাখলে হয় না। এধরনের সঞ্চয়কে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বলে। ব্যাংক বা বিভিন্ন এনজিও, যেমন- গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, ব্যুরো বাংলাদেশ ইত্যাদি এসব জায়গায় টাকা রাখলেও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হয়।

সঞ্চয়ের ধরন	সুবিধা	অসুবিধা
ব্যাংক	<ul style="list-style-type: none"> ■ নিরাপদ । ■ সহজে উঠিয়ে খরচ করে ফেলার সুযোগ কম । ■ সুদ পাওয়া যায় বা টাকা বাড়ে । ■ অনেক ধরনের সঞ্চয় সুবিধা আছে (ফিক্সড ডিপোজিট, সাধারণ সঞ্চয় স্কীম, ডিপোজিট স্কীম, চলতি একাউন্ট ইত্যাদি) । 	<ul style="list-style-type: none"> ■ একাউন্ট খুলতে হয় এবং ■ ন্যূনতম টাকা রাখতে হয় (কিছু টাকা সব সময় রাখতে হয় একাউন্টে) । ■ কিছু সার্ভিস চার্জ দিতে হয় ।
সমিতি	<ul style="list-style-type: none"> ■ লিখতে ও পড়তে জানতে হয় ■ সহজে সঞ্চয় হিসাব খোলা যায় । ■ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় । কত দিন পর টাকা জমা দিতে হয় এবং কত টাকা করে দিতে হবে এর একটা নিয়ম-কানুন দল ঠিক করে, এজন্য জমানোর তাগিদ পাওয়া যায় । 	<ul style="list-style-type: none"> ■ নিরাপত্তা নির্ভর করে দলের উপর ।
বাড়িতে (নগদ টাকা রাখলে)	<ul style="list-style-type: none"> ■ সহজে জমানো যায় । ■ যে কোন প্রয়োজনে সাথে সাথে পাওয়া যায় [ব্যাংক/সমিতি থেকে তুলতে বা কিছু বিক্রি (গরু-ছাগল) করে পেতে যে সময় লাগতো এখানে তা লাগছে না] । 	<ul style="list-style-type: none"> ■ নিরাপদ নয়, চুরি হতে পারে । ■ সহজেই পাওয়া যায় বলে অপ্রয়োজনীয় অনেক কাজে খরচ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । ■ পরিবারের অন্য কেউ নিয়ে অযথা খরচ করতে পারে ।

সঞ্চয়ের ধরন	সুবিধা	অসুবিধা
বাড়িতে (নগদ নয় এমন; গহনা, জমি বা গরু-ছাগলে)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ভবিষ্যতে দাম বাড়তে পারে। অর্থাৎ এই সঞ্চয়ে টাকা বাড়ে। ■ নগদ টাকা পাওয়ার আগে বিক্রি করতে হয়; এজন্য হুটহাট খরচ করে ফেলার সুযোগ কম। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ বিক্রি করে টাকা পেতে সময় লাগে (বিপদের দিনে সেটা অসুবিধা)। ■ দাম কমে যেতে পারে। ■ চুরির ভয় থাকে বা গরু-ছাগল মরে যেতে পারে ■ পরিবারের অন্য কেউ বিক্রি করে দিতে পারে

মনে রেখ:

সঞ্চয়ের পদ্ধতি যাচাইয়ের সময় যে বিষয়গুলি খেয়াল রেখে বাছাই করতে হবে:

- ✓ আমার টাকা সেখানে নিরাপদ কিনা
- ✓ আমি সেখানে সহজে যাতায়াত করতে পারি কিনা
- ✓ সহজে জমা করা বা রাখা যায় কিনা
- ✓ সহজে তোলা যায় কিনা
- ✓ মূল টাকার উপর লাভ পাচ্ছি কিনা
- ✓ টাকা হাতে পেতে বেশী সময় লাগে কিনা
- ✓ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কিনা

তোমরা জেনেছ কী কী বিষয় খেয়াল করে সঞ্চয় সুবিধা বাছাই করতে হয়। অনুশীলনী ৮.১ এ পাঁচটি ভিন্ন রকমের পরিস্থিতি দেয়া আছে। অনুশীলনীতে দেয়া প্রতিটি পরিস্থিতি অনুযায়ী কোথায় সঞ্চয় করলে ভাল হবে তোমরা তা চিহ্নিত করবে এবং কী কী কারণে এই সঞ্চয় সুবিধা বেছে নিলে সেটি পাশের ঘরে টিক (✓) দিবে।

অনুশীলনী ৮.১ : সঞ্চয় সুবিধা বাছাই - অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা

অবস্থা	এখানে সঞ্চয় করলে কী কী সুবিধা?	কোথায় সঞ্চয় করলে সবচেয়ে ভাল হবে?
জিতু আগামী বছর একটা সেলাই মেশিন কিনবে বলে টাকা জমাচ্ছে। সে শহরে একটা বাসা বাড়িতে কাজ করে। সেখান থেকে প্রতি মাসে সে ১০০০ টাকা বেতন পায়। এখনও সে কিছুই জমানো শুরু করেনি। সে হিসাব করে দেখেছে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা করে জমাতে এক বছরে তার ৩,৬০০/- টাকা হয়। এতে তার সেলাই মেশিনের খরচ উঠে যাবে। অন্য কোনো কাজে সে এই টাকা খরচ করতে চায় না।	<ul style="list-style-type: none"> ○ ব্যাংকে ○ এনজিওতে ○ সমিতিতে ○ সম্পদ কিনে (যেমন- গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে) ○ বাড়িতে 	<ul style="list-style-type: none"> ○ নিরাপদ ○ সহজে জমা করা যায় ○ সহজে তোলা যায় ○ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ○ যখন দরকার তখন পাওয়া যায় ○ টাকা বাড়ে
হীরা কাপড়ের ব্যবসা করে। সে ব্যবসার লাভের টাকা সংসারের কোনো প্রয়োজনে খরচ করতে চায় না। ওর দরকার এমন সঞ্চয় করা যেন সে প্রতি সপ্তাহের লাভের টাকা জমা করতে পারে আর এক মাস পর পর ব্যবসার জন্য তুলতে পারে।	<ul style="list-style-type: none"> ○ ব্যাংকে ○ এনজিওতে ○ সমিতিতে ○ সম্পদ কিনে (যেমন- গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে) ○ বাড়িতে 	<ul style="list-style-type: none"> ○ নিরাপদ ○ সহজে জমা করা যায় ○ সহজে তোলা যায় ○ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ○ যখন দরকার তখন পাওয়া যায় ○ টাকা বাড়ে
শিমুল পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করায় ওর মামা ওকে ১০,০০০ টাকা দিলেন। এবং পরিবার থেকে বলল সে এই টাকা দিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারে। সে একবার ব্যবসার কথা ভাবল কিন্তু সে ব্যবসা করতে সাহস পায় না। এত বেশি টাকা সে নিজের কাছে রাখা নিরাপদ মনে করে না। এছাড়া সে এই টাকা থেকে লাভ পেতে চায়।	<ul style="list-style-type: none"> ○ ব্যাংকে ○ এনজিওতে ○ সমিতিতে ○ সম্পদ কিনে (যেমন- গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ নিরাপদ ○ সহজে জমা করা যায় ○ সহজে তোলা যায় ○ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ○ যখন দরকার তখন পাওয়া যায় ○ টাকা বাড়ে

অবস্থা	এখানে সঞ্চয় করলে কী কী সুবিধা?	কোথায় সঞ্চয় করলে সবচেয়ে ভাল হবে?
তুহিন বিউটিশিয়ান। সে ট্রেনিং নিয়ে বাড়িতেই এই কাজ করে। সে মাত্র পরিচিতি পাওয়া শুরু করেছে। এলাকার মেয়েরা তার কাজের খুব প্রশংসা করে। তবে কিশোরী মেয়েদের কাছে পরিচিতি পেলেও বড় কাস্টমার এখনো পায়নি। এজন্য তার আয় অনিয়মিত। এখনো বেশি লাভ হয় না, কারণ সে খুব অল্প টাকা রাখে। পরিচিতি বাড়ানোই এখন ওর মূল উদ্দেশ্য। যা আয় হয় তা সাজ-গোজের জিনিস কেনা (ব্যবসা চালানোর জন্য) আর সংসার চালাতে চলে যায়। মা খুব অসুস্থ, প্রায়ই হাসপাতালে নিতে হয় এবং বেশ টাকা সেখানে খরচ হয়। ওর আয়ও অনিয়মিত। তুহিনের সঞ্চয় যেকোনো সময় দরকার হতে পারে; যেন হাতের কাছে থাকে মা অসুস্থ হলে খুব শীঘ্র টাকা পাওয়া যায়।	<ul style="list-style-type: none"> ○ ব্যাংকে ○ এনজিওতে ○ সমিতিতে ○ সম্পদ কিনে (যেমন- গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে) ○ বাড়িতে 	<ul style="list-style-type: none"> ○ নিরাপদ ○ সহজে জমা করা যায় ○ সহজে তোলা যায় ○ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ○ যখন দরকার তখন পাওয়া যায় ○ টাকা বাড়ে
বকুলের ভাই ৩০,০০০ টাকা পাঠিয়েছে। সে বিদেশে কাজ করে। সংসারের অনেক কাজেই এই টাকা খরচ করা যায় কিন্তু বকুলের মা এই টাকা কিছুতেই অন্য কাজে খরচ করতে চান না। বকুলের মা এটা বকুলের ইউনিভার্সিটিতে পড়ার খরচের জন্য রাখতে চান। যদিও আগামী দুই বছরের মধ্যে বকুল ইউনিভার্সিটি যাচ্ছে না কিন্তু বকুলের মা জানে দুই বছর পর এই টাকাটা খুব দরকার হবে। বকুলের মা বকুলের কাছে বুদ্ধি চাইছে কোথায় টাকা রাখলে ভাল হবে। বকুল কী বলবে?	<ul style="list-style-type: none"> ○ ব্যাংকে ○ এনজিওতে ○ সমিতিতে ○ সম্পদ কিনে (যেমন- গহনা কিনে, গরু-ছাগল কিনে, জমি কিনে) ○ বাড়িতে 	<ul style="list-style-type: none"> ○ নিরাপদ ○ সহজে জমা করা যায় ○ সহজে তোলা যায় ○ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কিনা ○ যখন দরকার তখন পাওয়া যায় ○ টাকা বাড়ে

পাঠ ০৯

সঞ্চয়ের ঝুঁকি ও সমঝোতা কৌশল

উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- সঞ্চয়ের সাথে জড়িত ভীতি এবং ঝুঁকিগুলি বলতে পারবে
- টাকা-পয়সার ক্ষেত্রে কার কার সাথে সমঝোতায় আসতে হয় তা বলতে পারবে
- কী কী বিষয়ে সমঝোতা করতে হয় তা বলতে পারবে
- সঞ্চয়ের সাথে জড়িত ঝুঁকি কিভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করা যায় তা বলতে পারবে

গল্প ৯.১: দিপু অপূর টাকা নিয়ে গেল

নিয়ে আইসক্রীম খেয়ে ফেলল।

রাতে অপূ যখন আবার বাস্কেট টাকা রাখতে গেল,
টাকা কমে গেছে দেখে সে খুব মন খারাপ করে
কাঁদতে শুরু করল।

অপূ একটা পুতুল কিনবে বলে ১ মাস ধরে টিফিনের পয়সা
জমাচ্ছে। সে একটা ছোট বাস্কেট দুই একদিন পর পর ২/৩
টাকা করে জমায়।

বাস্কেটটা সে খুব যত্ন করে রাখে। ঘুমানোর সময় বালিশের
পাশে নিয়ে ঘুমায় আর ভাবে কবে তার পুরো টাকাটা জমবে
আর পুতুলটা কিনবে।

অপূর বড় ভাই দিপু একদিন অপূর বাস্কেট খুলে কিছু টাকা

তোমার সাথে কি এরকম কখনও ঘটেছে যে, কেউ তোমার জমানো টাকা নিয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে বা এরকম কোনো ঘটনা যা তুমি জান?

এভাবে অনেক সময় আমাদের জমানো টাকা নিয়ে ভয় থাকে:

- ১। নিজেই হঠাৎ অন্য কোনো কাজে খরচ করে ফেললাম (যে কাজে টাকাটা জমাচ্ছিলাম তা না করে, লোভ সামলাতে না পেরে অন্য কোথাও খরচ করে ফেললাম।
- ২। হারিয়ে গেল বা চুরি হয়ে গেল।
- ৩। কেউ জোর করে নিয়ে গেল।

তাছাড়াও সঞ্চয়ের কিছু ঝুঁকি থাকে যেখানে তুমি নিজে ছাড়াও অন্য মানুষ যেমন তোমার পরিবারের কেউ (মা, বাবা, ভাই-বোন), বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন জড়িত। এদের সাথে প্রায়ই তোমাকে আলোচনায় আসতে হয় যে টাকাটা কিভাবে পেল, কিভাবে কোথায় খরচ করবে। অনেক সময় তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে তোমাকে চাপ দেয় টাকাটা দিয়ে দেয়ার জন্য। বিয়ের পরও মেয়েদেরকে তাদের স্বামীর সাথে এধরণের আলোচনায় আসতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তোমার জন্য এই পরিস্থিতিগুলি খুব কঠিন, কারণ তুমি তাদের উপর নির্ভর কর এবং তাদের কথা না শুনলে অশান্তি হয়। কিন্তু যদি তুমি এ ধরণের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আগে থেকেই চিন্তা করে রাখ এবং কিভাবে আলোচনা করতে হয়, সমঝোতায় আসতে হয় তার কৌশল জেনে নাও তাহলে পরিস্থিতি অনেক সময় তোমার জন্য সুবিধাজনক হতে পারে।

কিছু ঘটনা যেগুলি প্রায়ই আমাদেরকে মোকাবিলা করতে হয়।

ঘটনা - ১

কচি গত এক বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে টাকা জমিয়েছে। কচির মা জানতে পারল যে কচির কাছে ৫০০ টাকা আছে। সে কোথা থেকে এই টাকা পেল, এটা নিয়ে কচির মা দুশ্চিন্তায় আছে। আবার একই সাথে কচিকে সেই টাকা থেকে কিছু অংশ সংসার খরচের জন্য দিতে বলছে।

- দেখ, কচি কিভাবে সঞ্চয়ের টাকা রক্ষার জন্য আলোচনার মাধ্যমে তার মায়ের সাথে সমঝোতা করছে।

ঘটনা - ১ এর মোকাবেলা

কচি তার মাকে বলছে এই টাকা সে প্রতি মাসে বৃত্তির
টাকা থেকে অল্প অল্প করে জমিয়েছে।

কচির মা বলছে আচ্ছা ঠিক আছে। সংসারে অনেক টানাটানি যাচ্ছে।

এখান থেকে আমাদের ৫০০ টাকা দাও।

কচি বলছে না, মা। এখান থেকে টাকা দেয়া যাবে না।

কচির মা বলছে সংসারের দরকারে টাকা লাগলে দিবে না!

আর এমন তো নয় যে তোমার কাছে টাকা নেই। টাকা

আছে দেখেই তো চাচ্ছি; টাকা না থাকলে তো আর চাইতাম না।

কচি বলছে মা, সংসারে টানাটানি আমি বুঝি, তোমার কষ্টও আমি বুঝি। এজন্যই তো আমি এই টাকাটা জমাচ্ছি যেন
কলেজে ভর্তির সময় তোমার কাছ থেকে টাকা চাইতে না হয়। ভবিষ্যতে যেন তোমার কষ্ট না হয় এজন্য আমি টাকা
জমিয়েছি।

ঘটনা - ২

সিফাত এক বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে টাকা জমাচ্ছে।

জিতু সিফাতের বন্ধু। জিতু টাকা জমায় না। জিতু যখন

জানতে পারল যে সিফাতের কাছে টাকা আছে।

জিতু সিফাতকে বলতে শুরু করলো, চল আমরা একটু

মজা করি; একদিন বেড়াতে যাই। নতুন একটা সিনেমা

এসেছে; চল সিনেমাটা দেখে আসি আর ফেরার সময়

বাজার থেকে চুড়ি কিনি। খুব মজা হবে।

- দেখ, সিফাত কিভাবে সঞ্চয়ের টাকা রক্ষার জন্য আলোচনার মাধ্যমে তার বন্ধুর সাথে সমঝোতা করেছে।

ঘটনা - ২ এর মোকাবেলা

সিফাত জিতুকে বলল আমি কষ্ট করে টাকা জমাই; তুমি তো তা কর না। এই টাকা আমি একটা বাক্সে রেখেছি। তুমিও
কিছু জমাও। দুজনের টাকা মিলিয়ে দুজনে একদিন ঘুরতে যাব।

ঘটনা - ৩

তুহিন গত এক বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে টাকা জমাচ্ছে। সেই টাকা থেকে ৩০০ টাকা দিয়ে সে নতুন একটা জামা কিনবে বলে ঠিক করলো এবং ফুলপুর বাজারে গেল। সে একটি জামা পছন্দ করলো এবং দাম জানতে চাইল। দোকানদার তার কাছে জামার দাম ৬০০ টাকা চাইল। তুহিন জানে এরকম জামার দাম ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা হওয়া উচিত। দোকানদার তার কাছে বেশি দাম চাইছে।

- দেখ, তুহিন কিভাবে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করছে।

ঘটনা - ৩ এর মোকাবেলা

তুহিন বলল এই রকম জামার দাম আরও কম। আমার কাছে ৬০০ টাকা চাইছ। অমুক দোকানে ২৫০ টাকা দিয়ে বিক্রি হচ্ছে। দোকানদার বলল, এটা বেশি সুন্দর, কোয়ালিটি ভাল।

তুহিন বলল জামা সুন্দর কিন্তু ২৫০ টাকার বেশি দাম হলে আমি কিনতে পারব না। আপনি ২৫০ টাকায় না দিলে আমাকে ঐ দোকানেই যেতে হবে।

মনে রেখ:

ঘরে এবং বাইরে দু'ক্ষেত্রেই আমাদের টাকা পয়সা নিয়ে সমঝোতা করতে হয়।

ঘরে

বাইরে

১। বাবা-মা

দোকানদার (জিনিস কিনতে ও বিক্রি করতে)

২। ভাই-বোন

৩। আত্মীয়-স্বজন

৪। বন্ধু-বান্ধব

৫। স্বামী

৬। অন্যান্য সদস্য

যে বিষয়গুলি নিয়ে সাধারণত সমঝোতা করতে হয় তা হল:

- ✓ কোথা থেকে টাকা পেলাম
- ✓ সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে কী করব
- ✓ কে টাকাটা খরচ করবে

পাঠ ১০

সঞ্চয়ের পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য : এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় কী তা বলতে পারবে
- সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করতে হলে কী কী বিষয় ঠিক করতে হয় তা বলতে পারবে
- নিজের জন্য সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করতে পারবে

১০.১: সঞ্চয় পরিকল্পনা

অনেক সময় আমরা অল্প দিনের জন্য টাকা জমাই। যেমন- দুই মাস পর ফসলের বীজ কিনতে টাকা দরকার বা যে কোনো সময় বিপদ-আপদে টাকা দরকার; এজন্য যখনই পারি কিছু জমাই। অনেক সময় আবার বড় কিছু করার জন্য অনেকদিন ধরে টাকা জমাই। যেমন- নতুন করে ঘরের টিন পরিবর্তন করার জন্য বা নতুন একটা ঘর তোলার জন্য।

গল্প ১০.১: শাওনের আর্থিক অবস্থা

শাওনের বয়স ১৪ বছর। সে টাকা কামরাঙ্গীর চরে থাকে। ওর সাথে বাসায় মা থাকে, বড়বোন আছে এবং আরও ছোট দুইটা ভাই থাকে। শাওন এখন ইউসেপের স্কুলের ক্লাস সেভেন পড়ে। দেড় বছর পর ইউসেপ স্কুল শেষ হলে সে কম্পিউটারের উপর ট্রেনিং নিতে চায়। শাওনের মা অসুস্থ, তিনি প্রায়ই কাজে যেতে পারেন না এবং মাঝে মাঝে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। কখনও কখনও শাওনের মামা হাসপাতালের খরচ আর ওষুধ খরচ দেয়; কিন্তু সব সময় দেয় না। শাওনের বড়বোন একটা ছোটখাট কাপড়ের ব্যবসা করে এবং তা দিয়ে মোটামুটিভাবে বাসা ভাড়া আর খাবার খরচ হয়ে যায়। তবে মাঝে মাঝে (যখন মা হাসপাতালে ভর্তি থাকে) মাসের শেষে টাকার টানাটানি পড়ে, তাদের তখন না খেয়ে থাকতে হয়।

শাওন নিজে তার প্রয়োজনীয় প্রতিদিনকার খরচ যেমন- জামা-জুতা কেনা, খাতা-কলম কেনা এসব নিজেই চালায়। তার জুতাটা ছিড়ে গেছে, খুব শীঘ্রই তার জুতা কেনা দরকার। শাওন একটা নতুন জামাও কিনতে চায়, গায়ের জামাটা অনেক পুরানো হয়ে গেছে।

শাওনের সঞ্চয়ের লক্ষ্য কী কী এবং তার সঞ্চয়ের পরিকল্পনাতে কী কী বিষয় থাকা উচিত?

শাওনের সঞ্চয়ের পরিকল্পনায় থাকা উচিত-

- ইউসেপ স্কুল শেষ হতে হতে যেন কম্পিউটার ট্রেনিং এর টাকা জমাতে পারে
- মার হাসপাতালের বিল দিতে পারে (যখন মামা দিবে না)
- মাসের শেষে পরিবারে টাকার টানাটানি পড়লে দিতে পারে
- ব্যক্তিগত (নিজের) জিনিস কিনতে পারে (জুতা, জামা)

এসব লক্ষ্যের মধ্যে কিছু স্বল্পমেয়াদী (যা এই মাসে বা দু এক মাসের মধ্যে করার চিন্তাভাবনা আছে।) আর কিছু দীর্ঘমেয়াদী (যা এক বছর বা তার পর লাগবে)।

শাওনের পরিকল্পনার মধ্যে কোনটা স্বল্পমেয়াদী আর কোনটা দীর্ঘমেয়াদী:

স্বল্পমেয়াদী- জামা কেনা, জুতা কেনা

দীর্ঘমেয়াদী- কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি

হঠাৎ/জরুরী- হাসপাতালের বিল, পরিবারে খাবার খরচ

শিক্ষার্থীরা চিরকুটে ২টি স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয় লক্ষ্য এবং ২টি দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় লক্ষ্য লিখবে ।

স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয় লক্ষ্য :

- ১.
- ২.

দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় লক্ষ্য:

- ১.
- ২.

নিজেদের সঞ্চয় লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা লিখতে হবে। নিজেদের সঞ্চয় পরিকল্পনা লেখার আগে শাওনের গল্পের সাথে মিলিয়ে কিভাবে সঞ্চয় পরিকল্পনা করেছে তা ভাল করে বুঝে নাও।

চাট ১০.১: শাওনের সঞ্চয় লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

শাওনের সঞ্চয় লক্ষ্য ও পরিকল্পনা				
সঞ্চয় লক্ষ্য	মোট টাকা দরকার	টাকাটা কখন লাগবে?	প্রতিমাসে বা সপ্তাহে কত টাকা জমাতে হবে?	গুরুত্ব
স্বল্পমেয়াদী				
জুতা	৬০/-	২ মাস	৩০ টাকা প্রতি মাসে	
জামা	২৫০/-	১ মাস	৬২ টাকা প্রতি সপ্তাহে	
দীর্ঘমেয়াদী				
কম্পিউটার কোর্স	৩,০০০/-	১ ½ বছর	১৭০ টাকা প্রতি মাসে	
জরুরী/হঠাৎ				

অনুশীলনী ১০.১ এ যাও এবং নিজের জন্য সঞ্চয় পরিকল্পনা লিখ ।।

অনুশীলনী ১০.১: আমার সঞ্চয় চিন্তা-ভাবনা

টাকা জমাচ্ছি যে কারণে	আনুমানিক কত টাকা দরকার?	টাকাটা কখন দরকার?	প্রতিমাসে কত টাকা জমাব?	গুরুত্ব (কতটা দরকারী?)
স্বল্পমেয়াদী				
স্কুলের খরচ				
বিপদ-আপদে				
দীর্ঘমেয়াদী				
ঘর তৈরি				
মোট টাকা জমাতে হবে				

মনে রেখ:

- ✓ সঞ্চয়ের লক্ষ্য থাকতে হবে
- ✓ লক্ষ্যের সাথে মিলিয়ে সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করতে হবে
- ✓ পরিকল্পনা অনুযায়ী সপ্তাহে বা মাসে টাকা জমানো বা সঞ্চয় করতে হবে

পাঠ ১১

ঋণের উৎস

উদ্দেশ্য : এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- টাকা ধার করার কারণগুলি বলতে পারবে
- কোনটি ভাল ঋণ ও কোনটি খারাপ ঋণ তা বলতে পারবে
- কোন ঋণ থেকে আয় করা যায় তা বলতে পারবে
- এলাকায় কোথা থেকে ঋণ পাওয়া যায় তা বলতে পারবে

১১.১: টাকা ধার করার কারণ

আমরা অনেকেই জীবনের নানা সময়ে টাকা ধার করে থাকি। মানুষ সাধারণত কেন টাকা ধার বা ঋণ করে থাকে? মূলত তিনটি কারণে মানুষ ঋণ বা টাকা ধার করে থাকে :

১. ব্যবসার জন্য বা বিনিয়োগের জন্য (ব্যবসার মালপত্র কিনতে, জায়গা ভাড়া করতে)
২. জরুরী কোন অবস্থায় বা বিপদের সময় হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হলে (অসুস্থতা, চুরি বা অন্য কোন ক্ষতি হলে, মেয়ের বিয়ে, ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর জন্য)
৩. পরিবারের বা সংসারের খরচ মেটাতে (খাবার খরচ, স্কুলের খরচ ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিনতে)

আমরা আগের পাঠগুলিতে দেখেছি যে যদি আমরা সঞ্চয় করি তাহলে সংসার খরচ বা জরুরী বিপদে আমাদেরকে টাকা ধার করতে হয় না।

১১.২: ভাল ঋণ খারাপ ঋণ

ঋণ বা টাকা ধার যদি করতেই হয়, আমাদের বোঝা দরকার যে, কোন ঋণ নেয়া যায় এবং কোন ঋণ নেয়া ভাল নয় বা কখনোই ঠিক নয়। ভাল ঋণ বলতে আমরা বুঝি যে ঋণ থেকে ভবিষ্যতে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গল্প ১১.১: সেতুর ঋণ ভাবনা

সেতু, দিপু ও মিশু-তিন বন্ধু গল্প করছে।

সেতু : সেতুর ছোট বোন জিমির সামনে পরীক্ষা। জিমি গরমে খুব কষ্ট পায়; ভাবছি ওর জন্য একটা ফ্যান (বৈদ্যুতিক পাখা) কিনে দেব।

দিপু : এটা তো খুবই ভাল কথা, তাহলে জিমি মনোযোগ দিয়ে পড়বে। এখনকার মত গরম গরম বলে বাইরে ঘুরে বেড়াবে না।

মিশু : কিন্তু সেতু, তুই এত টাকা কোথায় পাবি? সেদিন যখন চাচির অসুখ করল, তখনো তো তুই মজিদ মিয়ার দোকান থেকে ধার করে ওষুধ কিনলি।

সেতু : টাকা ধার করে কিনব। এছাড়া আমি টাকা কোথা থেকে পাব বল।

মিশু : টাকা ধার করবি সেতু, টাকা ধার করা কি ভাল হবে?

সেতু : কেন, টাকা ধার করলেই কি খারাপ? পিনু তো টাকা ধার করেই সেলাইয়ের জন্য কাপড় কিনে আনে। যখন জামা বিক্রি হয়, তখন টাকা শোধ করে।

মিশু : কিন্তু সেতু, তোর টাকা ধার আর পিনুর টাকা ধার করার মধ্যে তো পার্থক্য আছে। পিনু যে কারণে টাকা ধার করে সেখান থেকে টাকা আয় হয়। সে জানে জামা বিক্রি হলে সে তা শোধ করতে পারবে। তোর ক্ষেত্রে তো তা নয়।

দিপু : মিশু ঠিকই বলেছে সেতু। তুই ভাল করে ভেবে দেখ।

সেতু : তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে? সোজা কথায়, যে ঋণ থেকে ভবিষ্যতে রোজগার হবে তা করা যায়, কিন্তু যে ঋণ থেকে রোজগার হয় না তা করা ঠিক না। এই তো?

মিশু : ঠিক তাই।

দিপু : হ্যাঁ, তাই।

গল্প থেকে আমরা দেখলাম কোন পরিস্থিতিতে ঋণ নেয়া যায় আর কখন ঋণ নেয়া একেবারেই উচিত নয়। ঋণ নিয়ে ভাল ও খারাপ অভিজ্ঞতা দুটাই আছে। গল্পে আমরা দেখলাম পিনু ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছে এবং তার বেশ উন্নতি হচ্ছে। অন্যদিকে, যখন সেতু ফ্যান কিনতে চাইছে তখন তার বন্ধুরা তাকে ঋণ নিতে মানা করছে।

প্রশ্ন: তোমরা কি বলতে পারো, কেন পিনুর ঋণ নেয়া ঠিক আছে কিন্তু সেতুর ক্ষেত্রে ভাল নয়?

- পিনু ঋণের টাকা এমন একটা কাজে লাগাচ্ছে যেখান থেকে রোজগার হয়।
- ঋণ নেয়ার আগেই সে জানে কোথা থেকে ঋণ পরিশোধ করার টাকা আসবে (জামা বিক্রির টাকা থেকে)
- সেতু যখন ফ্যান কেনার জন্য ঋণ নেবার কথা ভাবছে, তা থেকে কিন্তু কোনো রোজগার আসছে না।
- সেতু এটাও জানে না সে ঋণের টাকা কোথা থেকে শোধ করবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য তার বন্ধুরা তাকে ঋণ নিতে মানা করেছে।

এখন শিক্ষার্থীরা নিচের প্রশ্নটির উত্তর মনে মনে খোঁজ

কোন ঋণ থেকে টাকা রোজগারের সম্ভাবনা আছে এবং কেন?

শান্তজনক বিনিয়োগের জন্য ঋণ করলে টাকা রোজগারের বা টাকা বাড়ার সম্ভাবনা আছে। পরিবারের চাহিদা বা বিপদ-আপদে যদি টাকা ধার করা হয় তা থেকে কোনো আয় হচ্ছে না বরং অন্য কোনো উৎস থেকে সেই টাকা ফেরত বা শোধ করতে হবে। এজন্য এ ধরনের ঋণ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

ঋণ নিলে অবশ্যই
পরিশোধ করব কিন্তাবে
তা তাবব প্রথমেই

ভাল ঋণ মানে যেখান
থেকে টাকা আয় হবে

যে ঋণে আয় নেই তা
করব ভেবে চিন্তে, খুব
সাবধানে

আয় হবে না এমন প্রয়োজনে যদি ধার করতেই হয় তাহলে কোনো সম্পত্তির কথা মাথায় রাখতে হবে, যেন তা বিক্রি করে ধার পরিশোধ করা সম্ভব হয়। তবে এই সম্পত্তি যদি আমূল্যবিশূন্য হয় তবে তা বিক্রির কথা মাথায় রেখে ধার করা উচিত না, যেমন- চাষের জমি বা দুধ দেয় এমন গরু-ছাগল। তবে, ভিটে বাড়ি থেকে আয় না হলেও বস-বাসের জন্য তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য ভিটে বাড়ি বিক্রি করে ধার শোধ করতে হলে সেই ঋণ না নেয়াই উচিত। একমাত্র বেশি আয়ের কোন সুযোগ থাকলে বা সুযোগ তৈরি করা গেলে এরকম ঋণ করা যেতে পারে।

১১.৩ কোথা থেকে ঋণ বা টাকা ধার করা যায়?

তোমাদের এলাকার মানুষ কোন কোন জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে থাকে?

ঋণ নেয়ার উৎস

১. বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন
২. এনজিও বা সমিতি
৩. ব্যাংক
৪. মহাজন

ঋণ দেওয়ার বিভিন্ন উৎসের মধ্যে পার্থক্য হল ঋণের উপর কত টাকা সুদ দিতে হবে, কখন ফেরত দিতে হবে ইত্যাদি।

ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা,

- বিভিন্ন পরিমাণের টাকা ধার দেয়
- বিভিন্ন পরিমাণের সুদ নেয় বা সুদ নেয় না
- বিভিন্ন পরিমাণের কিস্তি নেয়
- বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে কিস্তি নেয়
- বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হয়
- দেরীতে কিস্তি পরিশোধ করলে জরিমানা হিসাবে বাড়তি টাকা নেয় বা নেয় না

কোথা থেকে ঋণ নেওয়াটা সুবিধাজনক হবে তা নির্ভর করে যিনি ঋণ বা ধার নিচ্ছেন তার অবস্থা, প্রয়োজন এবং ধার শোধ করার উৎসের উপর।

মনে রেখ :

ঋণ নেওয়ার সময় যা যা মনে রাখতে হবে:

- ✓ ঋণ কেন নিচ্ছি এবং সেটা কতটা যুক্তিসংগত/বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে।
- ✓ ঋণ নেওয়ার আগেই ভাবতে হবে ঋণের টাকা শোধ করা হবে কিভাবে এবং কত দিনের মধ্যে তা করতে পারব।
- ✓ যে ঋণের টাকা থেকে আয় হয় সে ঋণ করা যায়।
- ✓ সংসারের রোজকার কাজের জন্য ঋণ নেয়া উচিত নয়, কারণ এখান থেকে আয় হবে না।
- ✓ কিন্তু অনেক সময় হঠাৎ বিপদে পড়লে, কেউ খুব অসুস্থ হলে যেমন- হাসপাতালে নিতে হবে, এজন্য টাকার দরকার, তখন কী করা উচিত? এজন্যই তো আমরা বার বার সঞ্চয়ের কথা বলছি। যদি সে আগে থেকে সঞ্চয় করত তাহলে বিপদের সময় বা জরুরী কাজে ঋণ নিতে হয় না। এজন্যই আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা উচিত।
- ✓ আর ঋণ যদি করতেই হয় তাহলে কিভাবে বেশি কাজ করে তা শোধ করব সেটা চিন্তা করে এগুতে হবে।

পাঠ ১২

ঋণের তুলনা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- ঋণ নেয়ার সময় কী কী বিষয় জেনে নিতে হবে তা বলতে পারবে
- ঋণের তুলনা করতে হলে কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা বলতে পারবে
- ঋণের তুলনা করতে না পারলে সাহায্য নিতে পারবে

১২.১: কোথা থেকে ঋণ নেব তা যাচাই বাছাই

তোমরা তো গত ক্লাসে আলোচনা করলে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা ঋণ পেতে পারি, যেমন- বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সমিতি, এনজিও, ব্যাংক, মহাজন ইত্যাদি।

কিন্তু এদের মধ্যে কোথা থেকে ঋণ নিলে ভাল এবং কেন? ঋণ নেয়ার সময় কী দেখে নিতে হয়?

ঋণ নেয়ার সময় যে জিনিসগুলি জানতে হবে:

- ✓ সুদের হার কত? সহজ ভাষায়, ১০০ টাকায় ১ বছরে কত টাকা সুদ দিতে হবে?
- ✓ কত দিন পর পর কিস্তি দিতে হবে (মাসে, সপ্তাহে ইত্যাদি)?
- ✓ কত টাকা করে কিস্তি দিতে হবে?
- ✓ কত দিনের মধ্যে পুরো টাকা শোধ করতে হবে?
- ✓ সময়মত পরিশোধ না করতে পারলে কী হবে (বাড়তি টাকা দিতে হবে কি না, জমি জমা নিয়ে নিবে কি না ইত্যাদি)?

ঋণের তুলনা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এক রকম করে তুলনা করা হয়

- সপ্তাহের কিস্তির সাথে সপ্তাহের কিস্তির তুলনা করতে হবে
- মাসের কিস্তির সাথে মাসের কিস্তির তুলনা করতে হবে
- ১০০ টাকার এক বছরে সুদ কত, এর সাথে ১০০ টাকার এক বছরে সুদের তুলনা হবে; ১০০০ টাকা বা অন্য কোনো পরিমাণের টাকার সুদের উপর নয়

গল্প ১২.১: মিশু ও অপূর ঋণ সিদ্ধান্ত

মিশু আর অপূ দুই বন্ধু। মিশু তার ব্লক-বাটিকের ব্যবসার জন্য ২০০০ টাকা ঋণ নিবে ঠিক করেছে। এদিকে অপূ তার একটি হাঁস-মুরগীর খামার শুরু করতে চায়। খুব ছোট থেকে সে শুরু করবে ভাবছে। অপূও ২০০০ টাকা ঋণ নিবে এবং বাকি ১০০০ টাকা সে জমিয়েছে। অপূর মোট ৩০০০ টাকা দরকার। ঋণ নেয়ার জন্য দুই বন্ধু একসাথে এনজিও 'ক' তে গেল।

তারা এনজিও 'ক' থেকে জানতে পারল, প্রতি সপ্তাহে ২৫ টাকা করে কিস্তি দিতে হবে, তাহলে দুই বছরে ২০০০ টাকা পরিশোধ হবে। মিশু জিজ্ঞাসা করল, সময়মত কিস্তি দিতে না পারলে কী হবে? সেই কর্মকর্তা জানালেন যে, কিস্তির দিন টাকা না দিতে পারলে আরও ৪ দিন অতিরিক্ত সময় দেয়া হবে যদি যথাযথ কারণ দেখিয়ে অসুবিধার কথা জানানো হয়। কিন্তু এরপরও যদি কিস্তি দিতে দেরী হয় তাহলে ২৫ টাকার বদলে এক সপ্তাহে ৩০ টাকা দিতে হবে।

তারপর তারা গেল এনজিও 'খ' তে। সেখানে কথা বলে তারা জানতে পারল ২০০০ টাকা দুই বছরে শোধ করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে ২৩ টাকা করে কিস্তি দিতে হবে। কিন্তু সময়মত কিস্তি দিতে না পারলে প্রতি একদিন দেরী করার জন্য ২ টাকা করে কিস্তি বাড়বে। মিশু ও অপূ বাড়ি ফিরে গেল। রাতে মিশু হিসাব করে দেখল, ওর ব্যবসায় অনেক সময় কাস্টমাররা দেরীতে টাকা দেয়। এজন্য যদি সময়মত কিস্তি দিতে না পারে এবং ৪ দিন হাতে বেশি সময় থাকে এটা ওর জন্য ভাল। এনজিও 'খ' তে যদিও ২৩ টাকা করে কিস্তি, কিন্তু ৪ দিন দেরী হলে তাকে ২৩+২+২+২+২+২=৩১ টাকা দিতে হবে। এনজিও 'ক' তে আর ১ সপ্তাহ দেরী হলে ওকে দিতে হচ্ছে ৩০ টাকা। মিশু সিদ্ধান্ত নিল এনজিও 'ক' থেকে ঋণ নিবে।

এদিকে যেহেতু এনজিও 'ক'তে ২৫ টাকা আর এনজিও 'খ' তে ২৩ টাকা করে কিস্তি, অপু সিদ্ধান্ত নিল সে এনজিও 'খ' থেকে ঋণ নিবে। এতে করে তাকে কম টাকা দিতে হচ্ছে। অপু সাপ্তাহিক কিস্তি সময়মত দিতে পারবে বলে আত্মবিশ্বাসী ছিল।

গল্পটি তোমাদের কেমন লাগল এবং তোমরা কি দেখলে? অনেক সময় কিস্তি কম হলেও যদি সময়মত কিস্তি পরিশোধ না করতে পারার শর্ত অনেক কঠিন হয় সেক্ষেত্রে সেসব বিষয় চিন্তা করে ঋণ বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মনে রেখ:

- ✓ ঋণ নেয়ার সময় যে প্রশ্নগুলি করতে হবে তা হল:
 - ১০০ টাকায় এক বছরে কত টাকা সুদ দিতে হবে?
 - কত দিন পর কিস্তি দিতে হবে?
 - কত টাকা করে কিস্তি দিতে হবে?
 - সময়মত কিস্তি দিতে না পারলে কী অসুবিধা হবে?
 - কত সময়ের মধ্যে পুরো ধার শোধ করতে হবে?
- ✓ যখন তুলনা করব তখন এক রকম করে তুলনা করব
 - সপ্তাহের কিস্তির সাথে সপ্তাহের কিস্তির তুলনা হবে
 - মাসের কিস্তির সাথে মাসের কিস্তির তুলনা হবে
 - ১০০ টাকা এক বছরে সুদ কত এর সাথে ১০০ টাকার এক বছরে সুদ কত এর তুলনা হবে; ১০০০ টাকা বা অন্য কোনো টাকার পরিমাণের সুদের সাথে নয়

পাঠ -১৩

সরল সুদের পরিমাণ বের করা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- সরল সুদের পরিমাণ বের করতে পারবে

১৩.১: সরল সুদের পরিমাণ হিসাব করা

বিনা সুদে আমরা অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু বান্ধব থেকে ধার পেতে পারি। কিন্তু কখনো কখনো নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দেয়ার শর্তে আমাদের ঋণ নিতে হয় এক্ষেত্রে সুদের পরিমাণ হিসাব করতে পারলে ভাল। নিজে সুদের পরিমাণ হিসাব করতে না পারলে অন্যের থেকেও জেনে নেয়া যেতে পারে। নিজে যদি সাধারণ সুদের হিসাব বের করতে চাও, “তাহলে আমি একটা আলপিন” বা “ $I=Pin$ ” এই কথাটা মনে রেখে তোমরা খুব সহজেই তা করতে পারো।

এখানে, I = সুদের পরিমাণ

P = ঋণের পরিমাণ

i = ১০০ টাকার ১ বছরের সুদের হার

n = বছর

একটা উদাহরণ দিলে সুদের পরিমাণ বা I বের করা তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। মনে কর “বি” এনজিও এর সুদের হার ১২% অর্থাৎ এরা ১০০ টাকায় ১ বছরের ১২ টাকা সুদ নিয়ে থাকে। এখন তুমি যদি “বি” এনজিও থেকে ১ বছরের জন্য ২০০০ টা ধার নিতে চাও তাহলে তোমাকে সুদ কত দিতে হবে তা “ $I = Pin$ ” ব্যবহার করে বের করা যেতে পারে।

P = ২০০০

i = ১২/১০০

n = ১

অতএব কি দাড়াচ্ছে দেখ, তোমাকে মোট সুদ দিতে হচ্ছে,

$$I = P \times i \times n$$

$$= ২০০০ \times ১২/১০০ \times ১$$

$$= ২৪০$$

সুদ আর আসল (তুমি যে টাকার পরিমাণ ঋণ নিয়েছো) মিলে তাহলে তোমাকে মোট $2000 + 280 = 2280$ টাকা ফেরত দিতে হবে। এই ২২৮০ টাকাই প্রতি সপ্তাহে বা মাসে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কিস্তি হিসাবে পরিশোধ করা হয়।

ঋণ নেয়ার আগে জেনে নিবে:

১০০ টাকায় ১ বছরে কত টাকা সুদ দিতে হবে?

কত দিন পর পর কিস্তি দিতে হবে (মাসে, সপ্তাহে ইত্যাদি)?

কত টাকা করে কিস্তি দিতে হবে?

কত দিনের মধ্যে পুরো টাকা শোধ করতে হবে?

সময়মত পরিশোধ করতে না পারলে কি হবে (বাড়তি টাকা দিতে হবে কিনা, জমি-জমা নিয়ে যাবে কিনা ইত্যাদি)?

মনে রেখ:

- ✓ ঋণের তুলনা করার সময়
 - সপ্তাহের কিস্তির সাথে সপ্তাহের কিস্তির তুলনা করতে হবে
 - মাসের কিস্তির সাথে মাসের কিস্তির তুলনা করতে হবে
 - ১০০ টাকার এক বছরে সুদ কত এর সাথে ১০০ টাকার এক বছরে সুদের তুলনা হবে; ১০০০ টাকা বা অন্য কোনো পরিমাণের টাকার সুদের উপর নয়
- ✓ $I = Pin$ এই কথাটা মনে রেখে সুদের পরিমাণ বের করতে পারবে
- ✓ নিজে সুদের পরিমাণ হিসাব করতে না পারলে অন্যের থেকেও জেনে নেয়া যেতে পারে

পাঠ ১৪

সময়মত ঋণ শোধ না করার পরিণতি

উদ্দেশ্য : এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- সময়মত ঋণ শোধ করতে না পারার কারণগুলি বলতে পারবে
- সময়মত ঋণ শোধ না করার পরিণতি বলতে পারবে
- সময়মত ঋণ শোধ করার জন্য কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা বলতে পারবে
- ঋণ করার পরের মূল্যবোধগুলি জানবে

১৪.১: সময়মত ঋণ শোধ না করার পরিণতি

ঋণ বা টাকা ধার করে অনেকে খুব ভাল করতে বা ব্যবসায় খাটিয়ে উন্নতি করতে পারে। আবার, অনেক সময় দেখা যায় যে, সময়মত ধার শোধ করতে না পারায় অনেক সময় খুব দুঃখে বা সমস্যায় পড়তে হয়। তোমাদের কি মনে হয়, সাধারণত কী কী কারণে মানুষ সময়মত ধার শোধ করতে পারে না?

চাট ১৪.১: সময়মত ঋণ শোধ না করার কারণ

সময়মত ঋণ শোধ না করার কারণ

- তার ব্যবসা ভাল চলছে না
- ব্যবসার জন্য যে ঋণ নিয়েছিল তা অন্য কাজে খরচ করে ফেলেছে
- তার স্বামীকে টাকাটা দিয়ে দিয়েছে বা পরিবারের অন্য কেউ অদরকারী কাজে টাকাটা খরচ করে ফেলেছে
- টাকা চুরি হয়ে গেছে
- অসুস্থ থাকায় কাজে যেতে পারেনি
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি হয়েছে (বন্যা, খরা, ইত্যাদি কারণে যথেষ্ট আয় / ফসল হয়নি)
- ঋণের টাকা অন্য প্রয়োজনে যেমন- স্কুলের বই খাতা বা বেতনের জন্য খরচ হয়ে গেছে
- ঋণের টাকা পরিবারের জরুরী প্রয়োজনে খরচ হয়ে গেছে
- ব্যবসা ভাল চলে নাই, কারণ ধারে জিনিস বিক্রি করত
- ঋণ পরিশোধের কিস্তি কবে দিতে হবে খেয়াল রাখে নাই
- ঋণ পরিশোধের জন্য টাকা সরিয়ে রাখা হয় নাই

এখন চাটে লেখা কারণগুলি ভেবে দেখ। এর মধ্যে কোনটি ভুল সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনার অভাবে হয়েছে আর কোন ক্ষেত্রে তার করণীয় কিছু ছিল না, অর্থাৎ খারাপ ভাগ্যের জন্য হয়েছে?

তোমরা কি এরকম কারও কথা জান যে সময়মত ঋণ শোধ করতে পারে নাই? তার সাথে কী হয়েছিল?

ঋণ সময়মত শোধ করতে না পারার পেছনে নানা রকম কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে কোনোটা যে ঋণ নিচ্ছে তার ভুল সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনার অভাব; যেমন- ব্যবসার জন্য ঋণ নিয়ে অন্য কোনো কাজে খরচ করে ফেলাটা খুবই বোকামির কাজ। একইভাবে ঋণ পরিশোধের কিস্তির টাকা প্রথমেই সরিয়ে রাখা উচিত এবং তারপর অন্যান্য খরচের কথা চিন্তা করা উচিত। এভাবে পরিকল্পনা ঠিক থাকলে সময়মত ঋণ শোধ করা যায়। অবশ্য, মাঝে মাঝে কিছু দুর্ভাগ্য হয় যেমন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া এবং কাজ করতে না পারায় ঋণের টাকা জোগাড় হয় না। অথবা, যে গরুর দুধ বিক্রি করে ঋণের কিস্তি শোধ হচ্ছিল হঠাৎ গরুটা মরে গেল বা চুরি হল ইত্যাদি। কিন্তু আমরা তো আগেই বলেছি, মানুষের জীবনে এরকম বিপদ আপদ যে কোনো সময় আসতে পারে এবং এজন্যই আমরা সঞ্চয় বা টাকা জমা করাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি।

গল্প ১৪.১: তুহিনের ঋণ

তুহিন এনজিও “ক” থেকে ২০০০ টাকা ঋণ নিয়েছে। সে ব্লক ও বাটিকের ব্যবসা করবে বলে ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু তুহিন সেই টাকা সিডি প্লেয়ার কিনে খরচ করে ফেলল। যখন কিস্তি পরিশোধের সময় আসল, সে পড়ল বিপদে। তুহিন তার বাড়িতে টাকা চাইল। পরিবারের কেউ টাকা দিতে পারল না। সে তার বন্ধু বকুলের কাছে থেকে ৫০ টাকা ধার নিল। সেখান থেকে সে গানের সিডি কিনে ৩০ টাকা খরচ করে ফেলল। সেবার তুহিন কিস্তির মিটিংয়ে গেল না, কিস্তিও দিল না। পরের সপ্তাহে যখন এনজিও “ক” এর কর্মীরা তার বাড়ি টাকা চাইতে এল, তুহিন আবার বকুলের কাছে টাকা ধার করতে গেল। বকুল খুব অবাক হয়ে বলল, কেন, তোকে না গত সপ্তাহে টাকা দিলাম?! তুই কিস্তি শোধ করিস নি কেন? আমি তোকে আর টাকা দিব না। তুহিন অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে এনজিও “ক” এর কর্মীদের এই বলে শান্ত করল যে, পরের সপ্তাহে সে টাকা ফেরত দিবে। এরপর রাতে সে ভাবতে লাগল, কী করা যায়, কিভাবে টাকা ফেরত দিবে? পরদিন সকালে সে এনজিও “খ” তে গেল এবং সেখান থেকে ১০০০ টাকা ধার করল। সে ঠিক করল এখান থেকে সে এনজিও “ক” এর ধার শোধ করবে। এভাবে তুহিন আর একটি ঝুঁকিপূর্ণ ঋণে জড়িয়ে পড়ল।

তুহিনের মত যারা ঋণ নেয় তারা নিচের পরিস্থিতিগুলোতে পড়তে পারে। তোমরা তুহিনকে নিয়ে কি করা যায়, বলত!
পরিস্থিতিগুলো পড় এবং গল্পটি থেকে যা বুঝতে পেরেছ তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা কর।

পরিস্থিতি-১

তুহিনের ঋণ দলের সদস্যরা আলোচনা করছে যে তুহিনকে নিয়ে কি করা যায়? বার বার তুহিনের সময়মত টাকা ফেরত না দেয়ায় পুরো দলের সমস্যা হচ্ছে।

পরিস্থিতি-২

সময়মত ঋণ না দেয়ায় বাড়িতে এসে ঋণদাতারা অনেক গালমন্দ করে গিয়েছে। তুহিনের পরিবারের সদস্যরা অনেক কষ্ট করে টাকা জোগাড় করে দিয়েছে। তারপরও তুহিন সেই টাকা শোধ না করে অন্য কাজে খরচ করে ফেলেছে। এদিকে ঋণের সুদ আরও বেড়েই চলেছে এবং এবার ঋণদাতারা হুমকি দিয়ে গিয়েছে ঘরের চাল খুলে নিবে। আশপাশের মানুষজনও তুহিন ও তার পরিবারকে এখন ভাল চোখে দেখছে না।

পরিস্থিতি-৩

এলাকার দোকানদাররা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে- তুহিন ও তার পরিবারকে ধারে আর কখনও জিনিস দিবে না।

সময়মত ঋণ শোধ করতে না পারাটা খুব ক্ষতিকর। কারণ, এতে করে ঋণগ্রহীতার উপর ঋণদাতার বিশ্বাস নষ্ট হয় এবং পরবর্তীতে ঋণ পাওয়া যায় না। এছাড়া শুধু মাত্র যার কাছ থেকে বা যে এনজিওর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছ, শুধু তারাই না অন্য মানুষেরা (পাড়া-প্রতিবেশী, দোকানদার) সবার কাছেই তোমার সম্মান নষ্ট হয়। আর, এর ফলে যে ঋণ নিয়েছে এবং সময়মত ফেরত দিতে পারেনি শুধু তার নয়, বরং তার পরিবারও অপমানজনক অবস্থায় পড়ে। সামাজিক অপমান ছাড়াও সময়মত ঋণ শোধ করতে না পারলে আর্থিক ক্ষতি ও হয় যেমন- পরে আরও বেশি টাকা ফেরত দিতে হয় (সময়ের সাথে সুদ বাড়ে)। অনেক সময় ঋণ দাতারা ঘর-বাড়িতে এসে ভাংচুর করে, জমিজমা কেড়ে নেয় ইত্যাদি। সময়মত ঋণ শোধ করতে না পারলে সামাজিক ও আর্থিক দুইভাবেই দুর্দশায় পড়তে হয়।

মনে রেখ:

- ✓ টাকা ধার করার আগেই চিন্তা করতে হবে শোধ করব কিভাবে
- ✓ টাকা শোধ করার সামর্থ্য থাকলেই কেবল টাকা ধার করব
- ✓ কিস্তি কবে জমা দিতে হবে খেয়াল রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী টাকা সরিয়ে রাখতে হবে।
- ✓ সময়মত কিস্তি জমা দেয়ার জন্য দরকার হলে অন্য খরচ কম করতে হবে
- ✓ সময়মত কিস্তি জমা দিতে না পারলে ঋণদাতার কাছে সত্যি কথা বলে সমস্যার কথা জানাতে হবে

পাঠ ১৫

বাজেট

উদ্দেশ্য : এ পাঠ শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- বাজেট কী তা বলতে পারবে
- বাজেট কিভাবে করতে হয় তা বলতে পারবে
- বাজেট করার সুবিধা কী তা বলতে পারবে
- নিজের জন্য এক সপ্তাহের একটি বাজেট করতে পারবে

আমরা দেখেছি যে কিভাবে কিশোর-কিশোরীরা টাকা পায় এবং কোথায় কোথায় টাকা খরচ হয়। আয় এবং খরচ এই দুটি বিষয় বাজেট তৈরিতে অবশ্যই লাগবে। কিন্তু, বাজেট আসলে কী?

বাজেট কী?

বাজেট কথাটির খুব প্রচলিত ব্যবহার হল বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর জুন মাসে জুলাই মাস থেকে আগামী বছর জুন মাস পর্যন্ত কোন খাতে (কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) কত টাকা বরাদ্দ- এ নিয়ে বাজেট ঘোষণা করে থাকে। যেভাবে দেশের জন্য বাজেট তৈরি করা হয়, তেমনি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও বাজেট করা হয়। যার যার প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী সপ্তাহের, মাসের, ৬ মাসের, এক বছরের বা আরও বেশিদিনের জন্য বাজেট তৈরি করা যায়।

চাট ১৫.১ বাজেট কী?

বাজেট তৈরি করতে অবশ্যই যা থাকতে হবে তা হল মোট আয়, মোট খরচ এবং মোট কত টাকা থেকে যাবে।

চার্ট ১৫.২: বাজেট করতে যা দরকার

বাজেট করতে যা দরকার

১. **আয়:** কোন কোন উৎস থেকে কত টাকা আসতে পারে তার একটা হিসাব
২. **ব্যয় (খরচ):** কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ করব তার একটা হিসাব
৩. **অতিরিক্ত আয়/ব্যয় :** (আয়- ব্যয়)
সব খরচের পর আমার হাতে আর কত টাকা থেকে যাবে।

গল্প ১৫.১: মন্দির বাজেট

মন্দির পরীক্ষায় ভাল করায় মামা তাকে ৫০০ টাকা উপহার হিসেবে দিবেন বলেছেন। মন্দির এই টাকা দিয়ে একটা ফেয়ার এন্ড লাভলী কিনবে বলে ঠিক করল। এজন্য তার ৩০ টাকা লাগবে। এছাড়াও মন্দির একটা নতুন জামা কিনতে চায়। এজন্য তার আনুমানিক ৪৫০ টাকা লাগবে। হঠাৎ করে পাওয়া এই টাকা কিভাবে কোন খাতে খরচ করবে এজন্য মন্দির একটি বাজেট তৈরি করেছে। নিচে মন্দির বাজেটটি দেয়া হল।

চার্ট ১৫.২: মন্দির বাজেট

মন্দির বাজেট	টাকার পরিমাণ
আয়	
মামা	৫০০
ব্যয় (খরচ)	
জামা	৪৫০
ফেয়ার এন্ড লাভলী	৩০
মোট খরচ	৪৮০
অতিরিক্ত আয় / ব্যয় (আয়-ব্যয়) = (৫০০-৪৮০) =	২০

এবার তোমরা “মিথুনের খরচ” গল্পটি পড় এবং মিথুনের জন্য একটি বাজেট তৈরি কর।

গল্প ১৫.২: মিথুনের খরচ

মিথুন ব্র্যাক কিশোরী ক্লাবের নেত্রী হিসাবে কিশোরী ক্লাব থেকে প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকা পায়। সে নবম শ্রেণীতে পড়ে। সে তার মায়ের উৎসাহে সমিতিতে টাকা রাখে প্রতি সপ্তাহে সেখানে ২০ টাকা জমা দিতে হয়। মিথুন গল্পের বই পড়তে খুব ভালবাসে। সে প্রতি বৃহস্পতিবার ১০ টাকা দিয়ে দুইটা বই ধার করে পড়ার জন্য। এছাড়া সে ১০ টাকা বাসার মোবাইলে ফ্লেক্সিলোড করে। আগামী এক সপ্তাহে মিথুন কিভাবে তার আয়ের মধ্যে চলবে এজন্য একটা বাজেট তৈরি করেছে।

অনুশীলনী ১৫.১: মিথুনের বাজেট

মিথুনের বাজেট	টাকার পরিমাণ

যেভাবে টাকার একটি উৎসের জন্য বাজেট করা যায়, একই ভাবে অনেক উৎস থেকে টাকা পেলে বা অনেকদিনের জন্য বাজেট করা যায় (যেমন- মাস বা এক বছরের জন্য বা তারও বেশি- ২ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি)।

গল্প ১৫.৩: “বকুলের বাজেট তৈরি”

বকুলরা দুই বোন; বকুল বড়। বকুল কলেজে পড়ে। এর সাথে সাথে সে টিউশনি করে। ৪ জনকে ব্যাচে পড়ায় আর ৩ জন ওর কাছে বাসায় এসে পড়ে। টিউশনি থেকে বকুলের ১৭০০ টাকা মাসে আয় হয়। এছাড়াও পান্ডির কাজ করে (জরি চুমকির কাজ) মাসে তার ১৫০/২০০ টাকা আয় হয়। কোনো মাসে একটু বেশি আয় হয়; কোনো মাসে কম হয়। ওর বাবা আগে কৃষিকাজ করত, পরে ব্যবসা করতে গিয়ে টাকা লোকসান হওয়ার পর ওদের অবস্থা এখন বেশি ভাল না। এছাড়া বকুলের মা ঘরে হাঁস-মুরগী পালন করে, সেই ডিম বাজারে বিক্রি করে কিছু টাকা পায়। বকুল পরিবারে বোঝা হতে চায় না; পারলে কিছু সাহায্য করে। এজন্য সে নিজের খরচ নিজেই চালায়। সংসার খরচের জন্য মাকে প্রতিমাসে ৮০০ টাকা দেয়। ছোট বোনদের প্রাইভেট পড়ার জন্য ৩০০ টাকা দেয়। এছাড়াও নিজের টুকটাক খরচ- খাতা-কলম, কলেজে আসা যাওয়া, সাজগোজের জিনিস, কানের দুল, চুড়ি -এসব খরচ নিজেই চালায়। বকুল সমিতিতে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে জমা রাখে।

সামনের মাসে বকুল কিভাবে খরচ চালাবে এজন্য সে নিজের জন্য একটা বাজেট তৈরি করেছে। বকুলের বাবা যখন ব্যবসা করত, তখন সে দেখত যে বাবা এগুলি লিখে রাখছে। এভাবেই সে লিখে রাখার অভ্যাস করেছে।

চার্ট ১৫.৪: বকুলের এক মাসের বাজেট

বকুলের এক মাসের বাজেট	টাকার পরিমাণ
আয়	
টিউশনি	১৭০০
পান্ডির কাজ (জরি-চুমকির কাজ)	২০০
মোট আয়	১৯০০
ব্যয় (খরচ)	
পরিবার	
মা	৮০০
ছোট বোনের মাস্টার	৩০০
নিজের	
কলেজে যাতায়াত ও খাওয়া	২০০
কলেজের বেতন	৩০০
অন্যান্য (খাতা-কলম, জামা-জুতা, শখের জিনিস ইত্যাদি)	১০০
সমিতিতে জমা	১০০
মোট খরচ	১৮০০
অতিরিক্ত আয়/ব্যয় (আয়-ব্যয়)= (১৯০০-১৮০০)=	১০০

বকুলের বাজেট থেকে আমরা দেখলাম,

বাজেট করতে হলে ধারণাগুলি হল:

১. সব আয় এক সাথে লিখে যোগ করে মোট আয় বের করতে হবে।
২. সব ব্যয় একসাথে লিখে যোগ করে মোট ব্যয় বের করতে হবে।
৩. ব্যয় লেখার সময় নিজের, পরিবারের খরচ আলাদা লিখা ভাল। (যদি কারও ব্যবসা থাকে তাহলে ব্যবসা ও আলাদা লিখতে হবে)।
৪. মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বিয়োগ করলে জানা যাবে আয় কত জমা থাকবে।

বাজেট থেকে আমরা কী কী দেখতে পাচ্ছি?

আয়-এখানে দেখাচ্ছে, কত বিভিন্ন জায়গা থেকে তুমি টাকা পাও এবং কোথা থেকে কত টাকা পাও

ব্যয়- এখানে দেখাচ্ছে, কোথায় কোথায় কত টাকা খরচ করতে বাচ্ছ এবং সব মিলিয়ে মোট কত টাকা খরচ হবে

মোট- এখানে দেখাচ্ছে, খরচ করার পর হাতে টাকা থেকে যাবে, নাকি আরের চেয়ে খরচ বেশি হচ্ছে

কী কী ভাবে বকুল টাকা পায়?

বকুলের মাসিক আয় কত?

বকুলের পরিবারের খরচ কত?

বকুল কি আয়ের চেয়ে খরচ বেশি করে?

প্রশ্নের উত্তর

কী কী ভাবে বকুল টাকা পায়? (টিউশনি, জরি-চুমকির কাজ)

বকুলের মাসিক আয় কত? (১৯০০ টাকা)

পরিবারের জন্য বকুলের খরচ কত? (১১০০ টাকা)

বকুল কি আয়ের চেয়ে খরচ বেশি করে? (না, বাজেট মত চলতে পারলে খরচ করলেও বকুলের হাতে ১০০ টাকা থেকে যাবে। সে মাসে এই ১০০ টাকা সংরক্ষণ করতে পারে)

নিচের বাজেটটি দেখ এবং বাজেটটি থেকে নতুন কী শিখলে তা আলোচনা কর।

চার্ট ১৫.৫ : সিকাতের এক মাসের বাজেট

সিকাতের এক মাসের বাজেট	টাকার পরিমাণ
আয়	
টিউশনি	৪০০
ব্র্যাক কিশোরী ক্লাবের নেত্রী হিসেবে কাজ করে	২০০
কাঁথা সেলাই	১০০
মোট আয়	৭০০
ব্যয় (খরচ)	
পরিবার	
মাকে	৪৫০
নিজের	
কলেজে যাতায়াত	১০০
অন্যান্য (খাতা-কলম, স্নো পাউডার, চুড়ি, উপহার ইত্যাদি)	৮০
ব্যবসা	
কাঁথা সেলাইয়ের সুঁই-সুতার খরচ	১০০
মোট খরচ	৭৪০
অতিরিক্ত আয়/ব্যয় (আয়-ব্যয়) = (৭০০-৭৪০) =	-৪০

সিফাতের বাজেট থেকে নতুন কী দেখা যাচ্ছে?

সিফাত ব্যবসার খরচ ধরে বাজেট করে

১. সিফাতের বাজেটে আগের চেয়ে ব্যয় (খরচ) বেশি; তার মোট -৪০। এটি কখনোই একটি ভাল বাজেট হতে পারে না। সিফাতের বাজেটটি নতুন করে করতে হবে, হয় আর বাড়াতে হবে অথবা খরচ কমাতে হবে।

বাজেট করা কেন দরকার?

- বাজেট তৈরি করে কাজ করতে সহায় করা যায়
- সুকিপূর্ণ ঋণ ও অর্থয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা যায়
- এক কথায়, আর বুঝে ব্যয় করে জীবনে উন্নতি করা যায়

এবার তোমার নিজের জন্য এক মাসের একটি বাজেট তৈরি কর।

অনুশীলনী ১৫.২: নিজের জন্য এক মাসের বাজেট

নিজের এক মাসের বাজেট	টাকার পরিমাণ

মনে রেখ:

- ✓ বাজেট হচ্ছে ভবিষ্যতের একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকে কত টাকা পাওয়া যাবে এবং কী কী কাজে সেই টাকা খরচ করা যাবে তার একটা পরিকল্পনা
- ✓ বাজেট করতে হলে দরকার
 - আয়: কোন কোন উৎস থেকে কত টাকা আসতে পারে তার একটা হিসাব
 - ব্যয় (খরচ): কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ হবে তার একটা হিসাব
- ✓ মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বিয়োগ করে দেখতে হবে যেন ব্যয় থেকে আয় বেশি হয়
- ✓ আয় থেকে ব্যয় বেশি হলে, ব্যয় কমাতে হবে এবং নতুন করে বাজেট করতে হবে
- ✓ বাজেট তৈরি করে কাজ করলে
 - সঞ্চয় করা যায়
 - ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ ও অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা যায়
 - এক কথায় আয় বুঝে ব্যয় করে জীবনে উন্নতি করা যায়

The development of this material has been funded by the UKaid from the Department for International Development; however the views expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the Department for International Development and Population Council's official policies.